এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

SREMON JEWELLERS
সোনার কেনাকাটায় এবার আরও বড় সাশ্রয়!
মাত্র ৮% মেকিং চার্জ
সীমিত সময়ের বিশেষ সুযোগ
7439287442

৩ সরকারি বাসের স্লিপার কোচেই এবার কলকাতা-শিলিগুড়ি ও পুরী সফর!
ফলতার 'পুষ্পা'র বাড়ি ভাঙার কাজে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ ৩

কলকাতা ১৪ নভেম্বর ২০২৬ ২৭ কার্তিক ১৪৩৩ শনিবার বিংশ বর্ষ ১৫২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 14.11.2026, Vol. 20 Issue No. 152, 8 Pages, Price 3.00

ছটপুজোর অনুষ্ঠানে সতর্কবার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

বিশ্বজিৎ নাথ ● ব্যারাকপুর

দিমাগি নকশাল, কমিউনিস্ট, জিহাদি, জামাতি এবং ককরোচদের থেকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছটপুজো উপলক্ষে শুক্রবার সন্ধেয় ভাটপাড়ার জিলিপি ময়দানে ছট ব্রতীদের পুজোর সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠান হাজির হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাঙালিরাও ছট পুজো করেন।

এখানে জাতপাতের বিভাজন করা যাবে না। 'বাটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে' কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত এখন এই স্লোগান চলছে। মুখ্যমন্ত্রীর সর্তক বার্তা, দিমাগি নকশাল, কমিউনিস্ট, জিহাদি, জামাতি আর ককরোচদের এঁদের থেকে সাবধান থাকতে হবে। বিগত তৃণমূল সরকারকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রামনবমীর শোভাযাত্রা করার ক্ষেত্রে বিগত সরকারের আপত্তি ছিল। কিন্তু সনাতনী, হিন্দুস্তানি, রাষ্ট্রবাদী জনতা সেই ফতোয়া উড়িয়ে দিয়ে এবারে দেড় কোটি মানুষ রাস্তায় নেমে জয় শ্রীরাম ধ্বনি তুলেছেন। গণপতি আরাধনা যেমন বেড়েছে, তেমনই দুর্গা পুজো এবং কালী পুজোর সংখ্যাও বেড়েছে। দুর্গাপুজো করার জন্য কোনও পুজো কমিটিকে হাইকোর্টে ছুটতে হয়নি। বিগত বাম ও তৃণমূল সরকারকে একযোগে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলায় ৩৪ বছর বামেদের সরকার ছিল। আর ১৫ বছর জামাতি রাজ ছিল। বিগত সরকার বাংলাকে গ্রেটার বাংলাদেশ করার চেষ্টা করেছিল। পূর্বতন সরকার দুর্গাপুজো, কালী পুজো, রামনবমী ও ছট পুজো বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল।' মিশ্র ভাষাভাষীর ভাটপাড়ায় এসে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, 'এবারে শিল্পাঞ্চলে ধুমধাম করেই ছটপুজো সম্পন্ন হবে। যেমন এবারে নৈহাটির বড়মার পুজো এবং বড়মার বিসর্জন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে।'

উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, দু'তিনমাস বাদেই উত্তরপ্রদেশে নির্বাচন হবে। বিহারে নির্বাচনের সময় যেমন শিল্পাঞ্চলের অবাঙালিরা ওখানে গিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের বুঝিয়ে ছিলেন। ঠিক তেমনভাবেই উত্তরপ্রদেশে গিয়ে 'সবক' শেখানোর কাজ করতে হবে।

উক্ত জমকালো অনুষ্ঠানে এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ-সহ বিধায়ক পবন কুমার সিং, সুদীপ্ত দাস, সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রাজেশ কুমার-সহ দলীয় কার্যকর্তারা। হাজার হাজার ছট ব্রতীদের উপস্থিতিতে ভোজপুরী সংগীত এদিনের অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও এদিন ভোজপুরী সংগীত শোনেন।



ছটপুজো উপলক্ষে শুক্রবার সন্ধেয় ভাটপাড়ার জিলিপি ময়দানে ছটব্রতীদের পুজোর সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ-সহ বিধায়ক পবন কুমার সিং, সুদীপ্ত দাস, সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রাজেশ কুমার-সহ দলীয় কার্যকর্তারা। ছবি: অদিতি সাহা

জগদ্ধাত্রী আরাধনায় চন্দননগরে মুখ্যমন্ত্রী

বনস্পতি দে ● চন্দননগর

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রথমবার 'রাজ্য উৎসব'-এর মর্যাদা পেল চন্দননগরের ঐতিহ্যবাহী জগদ্ধাত্রী পুজো। শুক্রবার, চতুর্থীর দিন বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনায় চন্দননগর সফরে এলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী আসেন শহরের প্রাচীনতম পুজো চাউলপট্টির 'আদি মা'-এর মন্দিরে। চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ'র দাবি অনুযায়ী, রাজ্যের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও মুখ্যমন্ত্রী সশরীরে উপস্থিত হয়ে 'আদি মা'-এর কাছে পুজো দিলেন। এরপর মানকুণ্ডু সার্কাস মাঠের পুজো পরিদর্শন করে তিনি যোগ দেন মেরী মাঠের মেগা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে।

ঐতিহ্যবাহী জগদ্ধাত্রী পুজোর সূচনায় বিপুল জনসমাগমের মাঝে রাজ্যের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষায় বড়সড় ঘোষণার কথা শোনা গেল তাঁর বক্তব্যে। চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কোচবিহারের মদনমোহন জিউ মন্দির থেকে শুরু করে তারাপীঠ-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রাচীন মন্দির সংস্কার এবং হেরিটেজ কমিশনকে পুনরুজ্জীবিত করতে আগামী দুই বছরে ১,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার সমস্ত বিজেপি বিধায়ক, মন্ত্রী



এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বক্তব্যে জানানো হয়, চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোয় এবার ৪২৭টি সর্বজনীন এবং ৪২টি পারিবারিক পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যার মধ্যে ১২৪টি অতি প্রাচীন বারোয়ারি পুজো রয়েছে। ২০ তারিখ পর্যন্ত চলবে এই উৎসব। চন্দননগরের আলোকশিল্পীদের প্রশংসা করে তিনি উল্লেখ করেন, বাঁশের কাঠামোয় গ্যাসবাতি থেকে শুরু করে মোটরচালিত কম্পিউটার আলো এবং এলইডি শিল্পের ঐতিহ্য আজ দেশ-বিদেশে সমাদৃত। পাশাপাশি চন্দননগরের প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন এবং বিপ্লবের তীর্থক্ষেত্র হিসেবে এই শহরের গৌরবময় ইতিহাসের কথাও স্মরণ করা হয়; যেখানে রাসবিহারী বসু, কানাইলাল ভট্টাচার্য এবং ঋষি অরবিন্দের মতো বিপ্লবীদের স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

দর্শনার্থীদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পরিকাঠামো ও পরিষেবায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে ৮টি সেবা শিবির এবং চন্দননগর পুর নিগমের উদ্যোগে ৪৫টি পানীয় জলের কিয়স্ক তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীর সুবিধার্থে পর্যাপ্ত অস্থায়ী শৌচালয়, বায়ো-টয়লেট, কমিউনিটি টয়লেট এবং গ্রিন টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষ থেকে ৬ কোটি টাকা ব্যয় করার পাশাপাশি প্রশাসন, পুলিশ, আয়োজন ও নিরঞ্জন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে বলে বক্তব্যে দাবি করা হয়।

উৎসবের দিনগুলোতে নিরাপত্তা ও জরুরি পরিষেবা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গোটা শহর নিরাপদ রাখতে ১,০০০ পুলিশ কর্মী এবং ১,৫০০ সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন করা হয়েছে। অগ্নিনির্বাপণের জন্য অতিরিক্ত ১০টি দমকলের ইঞ্জিন রাখা হয়েছে এবং জরুরি কন্ট্রোল রুম খোলার পাশাপাশি রেল ও স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে বিশেষ প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

বক্তব্যে আরও বলা হয়, রাজ্যের শিল্প, বাণিজ্য, কর্মসংস্থান এবং কৃষক-শ্রমিকদের কল্যাণে কাজ করার পাশাপাশি মকর সংক্রান্তি, তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা এবং রাজ্যের সমস্ত পুজো-পার্বণ ও ঐতিহ্যকে সসম্মানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই মূল লক্ষ্য। ছাত্রাবস্থা থেকে চন্দননগরের পুজোর সঙ্গে নিজের দীর্ঘদিনের স্মৃতির কথা উল্লেখ করে তিনি সকলকে উৎসবের শুভেচ্ছা জানান। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ছাত্র অবস্থা থেকে চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোয় আসছি। কোনওদিনও দেখিনি কোনও মুখ্যমন্ত্রী এসে এরকম অনুষ্ঠান করেছেন।'

ন্যূনতম দৈনিক মজুরি ৪০০, প্রস্তাব রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে অদক্ষ শ্রমিকদের ন্যূনতম দৈনিক মজুরি ৪০০ টাকা করার দাবি কেন্দ্রের কাছে জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কেন্দ্রীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার নবান্ন সভাঘরে মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনার দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি ভোপাল সফরে শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেই বৈঠকেই তিনি পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের ন্যূনতম দৈনিক মজুরি ৪০০ টাকা করার প্রস্তাব তুলে ধরেন। পাশাপাশি এ বিষয়ে কেন্দ্রকে একটি ডিও (ডেমি-অফিশিয়াল) চিঠিও পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বর্তমানে রাজ্যে 'বিকশিত ভারত জি রামজি' প্রকল্পে প্রতিদিন প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমদিবস তৈরি হচ্ছে। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে বলেও তিনি জানান। তাঁর আশা, কেন্দ্র নির্ধারিত ২২ কোটি শ্রমদিবস সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রাও নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই পূরণ করতে পারবে পশ্চিমবঙ্গ। এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সুপারভাইজারদের ভাতাও পুনর্বিবেচনার আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। অর্থসচিবকে দ্রুত সংশোধিত নির্দেশিকা জারির অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা না বাড়িয়েই এই দাবি পূরণ করা সম্ভব। প্রয়োজনে চলতি মাস থেকেই সংশোধিত হারে ভাতা কার্যকর করার পক্ষেও মত প্রকাশ করেন তিনি।

গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রশাসনিক পরিকাঠামোও শক্তিশালী করা হচ্ছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে প্রায় আট হাজার পদে নিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রকল্পগুলির কাজের গতি বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় কর্মী ও সুপারভাইজার নিয়োগের প্রক্রিয়াও দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। কেন্দ্রের সহযোগিতা মিললে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান; দুই ক্ষেত্রেই আরও ইতিবাচক ফল মিলবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

মাইসুরুতে 'কসমস' প্ল্যানেটোরিয়াম, উদ্বোধন মোদীর

মাইসুরু, ১৩ নভেম্বর: শুক্রবার কর্নাটকের মাইসুরুতে অত্যাধুনিক 'কসমস-মাইসুরু' প্ল্যানেটোরিয়ামের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মাইসুরু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তৈরি হয়েছে অত্যাধুনিক এই মহাকাশ বিজ্ঞান কেন্দ্র। এই উদ্যোগ প্ল্যানেটোরিয়াম প্রযুক্তি এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষায় বড় অগ্রগতি বলে মনে করা হচ্ছে। মাইসুরু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তৈরি হওয়া অত্যাধুনিক এই মহাকাশ বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান আকর্ষণ হল এর ১৫ মিটার চওড়া হেলানো এলইডি ডোম।

দেশের জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা প্রতিষ্ঠান আইআইএ এবং মাইসুরু বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয়েছে প্ল্যানেটেরিয়াম। বিরাট এই উদ্যোগে সহযোগিতা করেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর, পরমাণু শক্তি দপ্তর এবং প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টার দপ্তর। জানা যাচ্ছে, মহাশূন্যের ওপার বিস্ময় প্রত্যক্ষ করার পাশাপাশি এখানে থাকছে অ্যাস্ট্রোনমি মিউজিয়াম, এক্সিবিশন হল, লেকচার রুম আর ট্রেনিং ল্যাব। তিনটি ভাষায় এখানে দেখা যাবে প্রদর্শনী। যেগুলি হল, কন্নড়, ইংরেজি ও হিন্দি। আশা করা হচ্ছে, ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের জন্য মহাকাশ বিজ্ঞান শিক্ষার পথ খুলে দেবে এই কশমস-মাইসুরু



প্ল্যানেটেরিয়াম।

সাধারণ প্ল্যানেটেরিয়ামে যেখানে প্রজেক্টর দিয়ে ছবি দেখানো হয়, এখানে গোটা ডোমটাই এলইডি প্যানেল দিয়ে তৈরি। মোট ৬১৪৮টি এলইডি প্যানেল আর প্রায় ৪.২৭ কোটি পিক্সেল দিয়ে তৈরি হয়েছে এই ডোম। যার ফলে দর্শকরা ৮কে রেজোলিউশনে গ্রহ, নক্ষত্র, গ্রহণ আর ধূমকেতুর মতো মহাকাশে ঘটে চলা নানা গতিবিধি দেখতে পাবেন। অভিনব এই প্ল্যানেটেরিয়ামে ১৬০ জন দর্শক একসঙ্গে বসে এই শো দেখতে পাবেন। এই উদ্যোগ দেশের শিক্ষার্থী, গবেষক, সাধারণ মানুষের মহাকাশ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ও কৌতূহল আরও বাড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে।

২০২২ সালে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সাংসদ তহবিল থেকে ৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। পুরো প্রকল্পে মোট ব্যয় হয়েছে প্রায় ১১৫ থেকে ১১৬ কোটি টাকা।

'ভুয়ো' উপভোক্তাদের টাকা ফেরতে ডেডলাইন

আবাসে দুর্নীতিতে দরকারে সিআইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ বিতরণের পাশাপাশি ভুয়ো উপভোক্তাদের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিল রাজ্য সরকার। শুক্রবার নবান্ন সভাঘর থেকে ৭ লক্ষ ১৭১ জন উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে পাঠানোর সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, যাঁরা নিয়ম বহির্ভূতভাবে আবাস যোজনার টাকা পেয়েছেন, তাঁদের ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সেই অর্থ ফেরত দিতেই হবে। অন্যথায় আইনি পদক্ষেপ করা হবে। একই সঙ্গে ভেরিফিকেশনে চিহ্নিত ৫৭ হাজার ভুয়ো উপভোক্তার বিরুদ্ধে সিআইডি তদন্ত পর্যন্ত হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরে ইতিমধ্যেই ১০ লক্ষ ২০ হাজারেরও বেশি উপভোক্তাকে দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ দেওয়া হয়েছিল। এ দিন আরও ৭ লক্ষ ১৭১ জনের হাতে পৌঁছল প্রায় ৪২০১ কোটি টাকা। এর ফলে মোট ১৭ লক্ষেরও বেশি উপভোক্তা দ্বিতীয় কিস্তির সুবিধা পেলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সাম্প্রতিক যাচাই প্রক্রিয়ায় ৫৭ হাজার ভুয়ো সুবিধাভোগীর সন্ধান মিলেছে। এ ছাড়া প্রায় ১২ হাজার এমন ব্যক্তি চিহ্নিত হয়েছেন, যাঁরা প্রকৃত উপভোক্তা না হয়েও প্রথম কিস্তির অর্থ পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এক



হাজার জন ইতিমধ্যেই টাকা ফেরত দিয়েছেন। বাকি ১১ হাজার জনকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে অর্থ ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'জনগণের টাকা কোনও অযোগ্য ব্যক্তির কাছে থাকতে দেওয়া হবে না। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা ফেরত না দিলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

শুধু উপভোক্তাদের বিরুদ্ধেই নয়, কীভাবে ভুয়ো প্রাপকদের নামে সরকারি অর্থ পৌঁছল, তা-ও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজন হলে সিআইডি তদন্তের নির্দেশও দেওয়া হতে পারে বলে তিনি জানান। তাঁর বক্তব্য, সরকারের লক্ষ্য সর্বস্তরে দুর্নীতি ও আর্থিক 'লিকেজ' বন্ধ করে প্রকৃত উপভোক্তার হাতে সরকারি সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। মুখ্যমন্ত্রী জানান, আবাস যোজনার উপভোক্তাদের জন্য আরও কিছু সুবিধার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যাঁদের বৈধ জব কার্ড রয়েছে, তাঁরা 'বিকশিত ভারত জি রামজি' প্রকল্পের আওতায় সর্বাধিক ৯০ দিনের শ্রমদিবসের মজুরি পাবেন। পাশাপাশি স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় শৌচালয় নির্মাণের জন্য ১২ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তাও দেওয়া হবে।

আবাস নির্মাণের খরচ কমাতে জেলা প্রশাসনকে বালির দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার নির্দেশও দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, আবাস যোজনা ও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার উপভোক্তাদের জন্য বালির দাম যাতে ১২০০ টাকার বেশি না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে জেলাশাসকদের। কারণ, নির্মাণসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির ফলে সীমিত অর্থে বাড়ি নির্মাণ সম্পূর্ণ করা অনেকের পক্ষেই কঠিন হয়ে পড়ছে। এ দিন আবাস যোজনার উপভোক্তাদের প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হওয়ারও আহ্বান জানান শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, সোলার প্যানেল বসালে একদিকে যেমন বিদ্যুতের বিলের চাপ কমবে, অন্যদিকে কেন্দ্রের ভর্তুকির সুবিধাও মিলবে। তপসিলি জাতি ও উপজাতি পরিবারের জন্য রাজ্য অতিরিক্ত ১৫ হাজার টাকা সহায়তা দেবে বলেও ঘোষণা করেন তিনি।

পুলিশের পরিষেবায় আধুনিক প্রযুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে পুলিশি পরিষেবাকে আরও জনমুখী, প্রযুক্তিনির্ভর এবং জবাবদিহিমূলক করে তুলতে নতুন উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। শুক্রবার নবান্ন সভাঘরে ব্যুরো অব পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিপিআরঅ্যান্ডডি) -র সঙ্গে একটি সমঝোতা সংশাপত্রে স্বাক্ষর এবং 'পুলিশ মিত্র' অ্যাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বিট পুলিশিংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে সিভিক ভলান্টিয়ারের উপর নির্ভর করা যাবে না। বিট অফিসারদের হাতে আধুনিক ই-সরঞ্জাম তুলে দেওয়া, নির্দিষ্ট রিপোর্টিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের সরাসরি যোগাযোগ নিশ্চিত করার উপর জোর দেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই উদ্যোগের প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করবে মাঠপর্যায়ে কার্যকর বাস্তবায়নের উপর। তাঁর কথায়, রাজ্যে পুলিশ কর্মীর ঘাটতি এখনও বড় চ্যালেঞ্জ। বর্তমানে প্রায় এক লক্ষ পাঁচ হাজার পুলিশ কর্মী থাকলেও জাতীয় গড় তার চেয়ে অনেক বেশি। নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে ঠিকই, কিন্তু প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কারণে নতুন কর্মীদের কাজে যোগ দিতে সময় লাগবে। সেই পরিস্থিতিতে বিট অফিসারদের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়া জরুরি বলে মত তাঁর।

তিনি নির্দেশ দেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত বিট অফিসারদের হাতে উন্নত মানের ট্যাব, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, নির্দিষ্ট মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ই-সরঞ্জাম তুলে দিতে হবে। পাশাপাশি তাঁদের সফর, জনসংযোগ এবং কাজের প্রতিটি ধাপের নথিবদ্ধকরণ ও ভিডিও রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থাও রাখতে হবে। কোন আধিকারিক কাকে রিপোর্ট করবেন, সেই প্রশাসনিক কাঠামোও স্পষ্ট করার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার বরাহনগরের 'ঘাতক'

নিজস্ব প্রতিবেদন: বরাহনগরের লেকপল্লিতে ২৬ বছরের তরুণী অঞ্জলি সাউয়ের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়ল মূল অভিযুক্ত ধরমবীর কুমার। শুক্রবার দিল্লির আনন্দ বিহার রেলস্টেশন এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে ব্যারাকপুর কমিশনারেটের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল। মোবাইল ফোনের টাওয়ারের অবস্থান অনুসরণ করেই অভিযুক্তের নাগাল পাওয়া গিয়েছে বলেই জানিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। এরপর ধৃতকে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে কলকাতায় আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

এই ঘটনাই পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসছে, অনলাইন গেম খেলার সূত্রে তৈরি হওয়া সম্পর্ক এবং টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বিবাদের জেরেই এই খুন হয়ে থাকতে পারে। এইক্ষেত্রে তদন্তকারীদের সূত্রে জানা যাচ্ছে, মোবাইলে পাবজি খেলতে গিয়েই অঞ্জলির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা ধরমবীরের। পরে দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। অনলাইন গেম খেলে পাওয়া টাকা কীভাবে ভাগ হবে, তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে বিরোধ চলছিল। পাশাপাশি, অন্য এক তরুণীর সঙ্গে দল বেঁধে গেম খেলা নিয়েও অঞ্জলির সঙ্গে ধরমবীরের মনোমালিন্য হয়েছিল বলে প্রাথমিক জেরায় জানতে পেরেছে পুলিশ। এই বিবাদ থেকেই এই খুন কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে পুলিশের তদন্তে ধরমবীরের কলকাতায় আসা এবং পালানোর বিস্তারিত ছবিও সামনে এসেছে।

প্রাপ্ত সিসিটিভি ফুটেজ অনুযায়ী, ৮ নভেম্বর মন্দির দর্শনের কথা বলে দক্ষিণেশ্বরে যায় সে। নিজের আধার কার্ড দেখিয়ে সেখানকার একটি গেস্ট হাউসে ঘর ভাড়া নিয়েছিল। ১০ নভেম্বর দুপুর দেড়টা নাগাদ বরাহনগরের লেকপল্লিতে অঞ্জলির দিদি ও জামাইবাবুর ফ্ল্যাটে ঢোকে ধরমবীর। বিকেল ৪টে নাগাদ সেখান থেকে বেরিয়ে ফের দক্ষিণেশ্বরের গেস্ট হাউসে ফিরে যায়।

মাইক্রোসফট বিভ্রাটে আঁচ পড়ল ভারতেও

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর: বিশ্বব্যাপী মাইক্রোসফট বিভ্রাট। বিভ্রাট শনাক্তকারী ওয়েবসাইট 'ডাউনডিটেক্টর'-এ প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার ব্যবহারকারী জানিয়েছেন, ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার পর পরই তাঁরা আউটলুক ব্যবহার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন। অবশ্য, এর পর অভিযোগের সংখ্যা কিছুটা কমেছে। তবুও, অনেক ব্যবহারকারী জানিয়েছেন, তাঁরা ইমেল পাঠাতে বা গ্রহণ করতে পারছেন না। তাঁদের ইনবক্স লোড হতেও সমস্যা হচ্ছে। এ ছাড়া, হাজার হাজার ব্যবহারকারী মাইক্রোসফটের কর্মক্ষেত্র সংক্রান্ত মেসেজিং অ্যাপ 'টিম্‌স', এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট 'কোপাইলট' এবং সামগ্রিক 'মাইক্রোসফট ৩৬৫' পরিষেবাগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সমস্যার কথা জানিয়েছেন।

এদিকে, মাইক্রোসফট বিভ্রাটের আঁচ পড়তে শুরু করে ভারতের বিমান পরিষেবাতেও। মাইক্রোসফটের এই যান্ত্রিক গোলযোগের জেরে বিমানসংস্থা স্পাইসজেট দিল্লি থেকে তাদের তিনটি উড়ান বাতিল করেছে। অন্য বিমানসংস্থাগুলির তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও বিঘ্নের খবর পাওয়া না গেলেও, তারা ভ্রমণের আগে যাত্রীদের নিজ নিজ উড়ানের বর্তমান অবস্থা যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। শুক্রবার সকালে দিল্লি থেকে পুণে, লেহ্ এবং মুম্বইগামী তিনটি উড়ান বাতিল করে স্পাইসজেট।

রাজ্যে আইপিএস অ্যাসোসিয়েশন গঠন
প্রথম কমিটির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে প্রথমবারের মতো গঠিত হল আইপিএস অ্যাসোসিয়েশন। নবান্ন সূত্রের খবর, রাজ্যের সমস্ত আইপিএস আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনার পর এই সংগঠন গঠনের অনুমোদন দিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্ত। এরপরই সংগঠনের প্রথম কার্যকরী কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। নবগঠিত অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হয়েছেন পুলিশের আধুনিকীকরণ শাখার অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (এডিজি) রাজীব মিশ্র। সহ-সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন পশ্চিমাঞ্চলের এডিজি আনন্দ কুমার। সম্পাদক হয়েছেন বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার অমিত রাঠোর। সহ-সম্পাদক করা হয়েছে দুর্নীতি দমন শাখার (এসিবি) ডিআইজি আকাশ মাঙ্গারিয়াকে।



নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, কমিটি ঘোষণার পরই নবনির্বাচিত পদাধিকারীরা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সেই বৈঠকে রাজ্যের আইপিএস আধিকারিকদের বিভিন্ন প্রশাসনিক ও পেশাগত সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে সমস্যাগুলির সমাধানের লক্ষ্যে একাধিক প্রস্তাবও লিখিত আকারে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের বিভিন্ন নীতি, কর্মপরিবেশ, আধুনিকীকরণ, পরিষেবা-সংক্রান্ত বিষয় এবং আধিকারিকদের পেশাগত স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে এই অ্যাসোসিয়েশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেই আশা করা হচ্ছে। এদিকে, পৃথক এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে শুক্রবার কয়েক জন আইপিএস ও ডব্লিউবিপিএস আধিকারিকের বদলির নির্দেশ জারি করেছে স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তর। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সুপ্রতিম সরকারকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ হাউজিং অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের এডিজি ও আইজিপি করা হয়েছে। তৌসিফ আলি আজহারকে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (সেন্ট্রাল) পদ থেকে কলকাতা পুলিশের ডিসি (ট্র্যাফিক, দক্ষিণ) এবং নিখিল আগরওয়ালকে কলকাতা থেকে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটে বদলি করা হয়েছে। এছাড়াও পিনাকী রঞ্জন দাস, সৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কল্যাণ সরকারের নতুন দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। এই বদলিগুলি জনস্বার্থে অবিলম্বে কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ছটপুজোয় হাওড়া স্টেশনে রেড কার্পেট, গান ও সাজসজ্জায় যাত্রীদের স্বাগত জানাল রেল



নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ছটপুজো উপলক্ষে হাওড়া স্টেশনে এবার একেবারে অন্য ছবি। বাড়ি ফেরার পথে যাত্রীদের স্বাগত জানাতে স্টেশন চত্বরে পাতা হয়েছে রেড কার্পেট। এছাড়াও সাজিয়ে তোলা হয়েছে ক্যাব রোডও। তার সঙ্গে স্টেশনে নিয়মিত ট্রেনের ঘোষণার ফাঁকে বাজছে ছটপুজোর ঐতিহ্যবাহী গান। সবমিলিয়ে ব্যস্ত হাওড়া স্টেশনেও তৈরি হয়েছে এক উৎসবের পরিবেশ। রেলের এই উদ্যোগে খুশি বাড়ি ফেরা যাত্রীরাও। তাঁদের কথায়, ছটপুজোর সময়ে প্রতি বছরই হাওড়া স্টেশনে প্রচুর মানুষের ভিড় হয়। কিন্তু এবার যাত্রীদের জন্য যে বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে, তা আগে দেখেননি তাঁরা। শুধু সাজসজ্জাই নয়, ট্রেনে ওঠার ক্ষেত্রেও নেওয়া হচ্ছে আলাদা ব্যবস্থা। প্রতিটি ট্রেনের জন্য পৃথক লাইন তৈরি করায় যাত্রীদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি অনেকটাই কমেছে বলে জানান তাঁরা। ফলে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে যাতায়াত করাও তুলনায় এবার অনেক সহজ হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগের ডিআরএম বিশাল কাপুর জানান, যাত্রীদের যাত্রা আরামদায়ক করাই রেলের প্রধান লক্ষ্য। সেই কারণেই উৎসবের কথা মাথায় রেখে স্টেশনে বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে। ক্যাব রোডে যাত্রীদের বসার জায়গা তৈরি করা হয়েছে। মাথার উপর ছাউনি দেওয়ার পাশাপাশি সেখানে রেড কার্পেটও পাতা হয়েছে। ট্রেন ধরার অপেক্ষার সময় যাত্রীরা যাতে উৎসবের আমেজ পান, সে জন্য বাজানো হচ্ছে ছটপুজোর গান।

এদিন ডিআরএমের কথায়, শুধু ছটপুজো নয়, বিভিন্ন উৎসবের সময় সংশ্লিষ্ট উৎসবের সঙ্গে মানানসই গান বাজানোর ব্যবস্থা করে রেল। আগামী জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় স্টেশনে দুর্গাস্তুতি ও রবীন্দ্রসংগীত শোনানোর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে হাওড়ার ডিআরএম বিশাল কাপুর আরও জানান, দক্ষিণ ভারত-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বহু যাত্রীকে ট্রেনের জন্য চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। তাঁদের কথা মাথায় রেখেই বসার জায়গা, ছাউনি এবং অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি নিরাপত্তার বিষয়টিও রেলের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে জানান ডিআরএম। তাঁর কথায়, যাত্রীদের উন্নত পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের নিরাপদে গন্তব্যে এবং বাড়িতে পৌঁছে দেওয়াই রেলের মূল লক্ষ্য।

হাওড়ার চাপ কমাতে শালিমার থেকে ছাড়বে আরও দূরপাল্লার ট্রেন, স্বস্তি লোকাল যাত্রীদেরও

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া ও সাঁতরাগাছি স্টেশনে ট্রেন চলাচলের চাপ কমাতে একাধিক দূরপাল্লার ট্রেনের যাত্রাপথের সূচনা ও শেষের স্টেশন বদল করল দক্ষিণ পূর্ব রেল। নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী, কয়েকটি ট্রেন এখন থেকে শালিমার স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করবে এবং সেখানেই যাত্রা শেষ করবে। এর ফলে হাওড়া ও সাঁতরাগাছির মধ্যে ট্রেনের যাতায়াত কমবে। বিশেষ করে হাওড়ামুখী এবং ডাউন লাইনের লোকাল ট্রেন চলাচল আরও মসৃণ হবে বলে আশা দক্ষিণ-পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষের। শুক্রবার দক্ষিণ পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, হাওড়া ও সাঁতরাগাছি স্টেশনে ক্রমবর্ধমান ট্রেনের সংখ্যা সামলাতে গিয়ে পরিকাঠামোগত চাপ তৈরি হচ্ছে। সেই সমস্যা কাটাতেই দূরপাল্লার কয়েকটি ট্রেনের টার্মিনাল শালিমারে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। এই ক্ষেত্রে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের বক্তব্য, হাওড়া ও সাঁতরাগাছির মধ্যে ট্রেনের যাতায়াতের সংখ্যা কমানোই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। এর ফলে হাওড়া স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার আরও কার্যকর হবে এবং লোকাল ট্রেনের জন্য অতিরিক্ত সুযোগ তৈরি হবে। শালিমার স্টেশনের কোচিং ইয়ার্ডে আছে সাতটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের পিট লাইন এবং তিনটি প্ল্যাটফর্ম লাইন। আরও দু'টি প্ল্যাটফর্ম তৈরির কাজ চলছে। এই পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়েই ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা পেতে চাইছে দক্ষিণ-পূর্ব রেল। ইতিমধ্যেই পাঁচ জোড়া ট্রেনের টার্মিনাল সংক্রান্ত পরিবর্তন কার্যকর করা হচ্ছে। ২৫ অক্টোবর থেকে ১২৮৬৭/১২৮৬৮ হাওড়া-পুদুচেরি এক্সপ্রেসের যাত্রা শুরু ও শেষ হচ্ছে শালিমার থেকে। একই দিন ১২৮৮৩/১২৮৮৪ সাঁতরাগাছি- পুরুলিয়া এক্সপ্রেসের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। ট্রেনটি এখন সাঁতরাগাছি থেকে ছাড়ছে এবং সেখানেই ফিরছে। আগে এর শেষ স্টেশন ছিল হাওড়া। ২৯ অক্টোবর থেকে ২২৮৫১/২২৮৫২ সাঁতরাগাছি-ম্যাঙ্গালুরু সেন্ট্রাল এক্সপ্রেস এবং ৩০ অক্টোবর থেকে ১৮০০৯/১৮০১০ সাঁতরাগাছি-আজমের এক্সপ্রেস শালিমার থেকে যাতায়াত করছে। ৩০ অক্টোবর থেকেই২২৮১৭/২২৮১৮ হাওড়া- মাইসুরু এক্সপ্রেসের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের দাবি, টার্মিনাল বদলের সুফল ইতিমধ্যেই পাওয়া শুরু হয়েছে। বিশেষ করে ডাউন দিকের শহরতলির লোকাল ট্রেনের সময়ানুবর্তিতায় উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

অকারণে হর্ন বাজানো রুখতে পথে নামছে কলকাতার স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরের রাস্তায় অকারণে হর্ন বাজানোর প্রবণতা কমাতে এবং শব্দদূষণ সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতন করতে একজোট হচ্ছে কলকাতার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের পড়ুয়ারা। এই লক্ষ্যেই শুরু হচ্ছে স্টপ হঙ্কিং, স্টার্ট কেয়ারিং শীর্ষক এক বিশেষ জনসচেতনতা অভিযান। আগামী ১৮ নভেম্বর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। আগামী সাত মাসে প্রায় ৩০ হাজার পড়ুয়ার কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সচেতনতামূলক রিল তৈরি, ডিজিটাল পোস্টার, সৃজনশীল প্রতিযোগিতা, প্ল্যাকার্ড হাতে প্রচার এবং সরাসরি গাড়িচালকদের সঙ্গে কথা বলার মতো নানা কর্মসূচিতে অংশ নেবে তারা। ইতিমধ্যেই এই উদ্যোগে যুক্ত হয়েছে অশোক হল গ্রুপ অফ স্কুলস, অশোক হল গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, জিডি বিড়লা সেন্টার ফর এডুকেশন, মহাদেবী বিড়লা শিশু বিহার, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফিউচার ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং। আগামীদিনে আরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এই কর্মসূচির আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। শহরের ১০টি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে করা একটি সমীক্ষায় উঠে এসেছে, কলকাতার মোট শব্দদূষণের ৭০ শতাংশের জন্য দায়ী হর্নের শব্দ। সমীক্ষা অনুযায়ী, ওই মোড়গুলিতে গড়ে প্রতি আট সেকেন্ডে একবার হর্ন বাজে। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দৈনিক ১০ হাজারেরও বেশিবার হর্ন বাজানোর ঘটনাও সামনে এসেছে। হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য হর্ন বর্জিত এলাকায় অকারণে হর্ন না বাজানোর বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হবে এই প্রচারে। পাবলিক রিলেশনস সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া (পিআরএসআই)-র কলকাতা শাখার উদ্যোগে এবং আইআইটি খড়গপুরের সহযোগিতায় এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ২০২৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে পড়ুয়াদের অংশগ্রহণ দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রাও স্থির হয়েছে।

ইনফিনিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান তথা এই উদ্যোগের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রবীন্দ্র চামারিয়া বলেন, সুশৃঙ্খল নাগরিক সমাজ গড়তে রাঙ্গু স্তায় দায়িত্বশীল আচরণ অত্যন্ত জরুরি। ধৈর্য, সংবেদনশীলতা এবং পারস্পরিক সম্মানের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চাই আমরা। আজকের পড়ুয়ারাই আগামী দিনের সমাজকে প্রভাবিত করবে। তাই এই আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

টানা পাঁচ রবিবার কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনে আংশিক বন্ধ পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য আগামী পাঁচটি রবিবার কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনের (দক্ষিণেশ্বর-শহিদ ক্ষুদিরাম) একটি বড় অংশে দিনের বেলা মেট্রো পরিষেবা বন্ধ থাকবে। শুক্রবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তের কথা জানায়। আগামী ১৫ নভেম্বর থেকে ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতি রবিবার সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই 'ট্র্যাফিক ও পাওয়ার ব্লক' চলবে। প্রথম চার রবিবার (১৫, ২২, ২৯ নভেম্বর ও ৬ ডিসেম্বর), মেট্রো কর্তৃপক্ষের দেওয়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ওই চারটি রবিবার সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার (টালিগঞ্জ) স্টেশনের মধ্যে কোনো মেট্রো চলবে না। তবে এই সময়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশন পর্যন্ত আপ ও ডাউন লাইনে পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে। ওই দিন প্রথম মেট্রো, সকাল ৯টায় দক্ষিণেশ্বর থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার এবং সকাল ৯টায় মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রথম মেট্রো ছাড়বে। সন্ধ্যা ৬টার পর (সম্ভাব্য) থেকে দক্ষিণেশ্বর ও শহিদ ক্ষুদিরামের মধ্যে পুরো রুটেই পুনরায় মেট্রো চলাচল শুরু হবে। রাতের শেষ মেট্রোর সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকছে বলেই জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আগামী ১৩ ডিসেম্বর, রবিবার রক্ষণাবেক্ষণের কাজের পরিধি আরও কিছুটা বাড়ানো হচ্ছে। সেদিন সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে ময়দান স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। ওই দিন দিনের বেলা শুধুমাত্র দক্ষিণেশ্বর থেকে ময়দান স্টেশনের মধ্যে মেট্রো চালানো হবে। ওই দিন প্রথম মেট্রো, সকাল ৯টায় দক্ষিণেশ্বর থেকে ময়দানের উদ্দেশ্যে এবং সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে ময়দান থেকে দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রথম মেট্রো ছাড়বে। সেদিনও সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে পুরো ব্লু লাইনে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে যাবে এবং শেষ মেট্রো নির্ধারিত সময়েই ছাড়বে। তবে ব্লু লাইনে পরিষেবা বিঘ্নিত হলেও ওই পাঁচটি রবিবার গ্রিন লাইন এবং ইয়েলো লাইনে মেট্রো পরিষেবা একদম স্বাভাবিক থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

অ্যাপ-ভিত্তিক বাইক ট্যাক্সিতে কড়া রাজ্য, বেসরকারি নম্বরের গাড়ি ব্যবহার বন্ধের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অ্যাপ-ভিত্তিক যাত্রী পরিবহণ পরিষেবায় ব্যক্তিগত নম্বরের গাড়ির ব্যবহার রুখতে রাজ্য সরকার কড়া অবস্থান নিচ্ছে। আইন ও নির্ধারিত নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে কোনও অ্যাপ ভিত্তিক গাড়ি ও বাইক সংস্থা তাদের প্ল্যাটফর্মে এই শ্রেণির যানবাহন ব্যবহার করতে পারবে না বলে পরিবহণ দপ্তর নির্দেশ দিয়েছে। পরিবহণ দপ্তরের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রাজ্যে পরিষেবা প্রদানকারী সমস্ত অ্যাপ ভিত্তিক গাড়ি ভাড়া দেওয়া সংস্থাকে অবিলম্বে নিশ্চিত করতে হবে, যাতে আইনবহির্ভূতভাবে কোনও ব্যক্তিগত যান তাদের প্ল্যাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত না হয়। নতুন করে এমন কোনও গাড়িকে নথিভুক্ত বা পরিষেবা দেওয়ার অনুমতিও দেওয়া যাবে না।

শুধু নতুন গাড়ি নয়, ইতিমধ্যেই প্ল্যাটফর্মে যুক্ত থাকা নন-ট্রান্সপোর্ট শ্রেণির যানবাহনগুলিকেও চিহ্নিত করে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিষেবা থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই সময়সীমা পেরিয়ে গেলে কোনও অবস্থাতেই সেই যানবাহনগুলিকে অ্যাপের মাধ্যমে যাত্রী পরিবহণে ব্যবহার করা যাবে না বলেও স্পষ্ট জানিয়েছে সরকার।

এই সিদ্ধান্তের ফলে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় চলা অ্যাপ-ভিত্তিক বাইক ট্যাক্সি পরিষেবা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হতে পারে। বর্তমানে বহু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য নিবন্ধিত মোটরসাইকেলই যাত্রী পরিবহণে ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যানবাহনের ক্ষেত্রে পরিবহণ শ্রেণিতে নিবন্ধন এবং হলুদ নম্বরপ্লেট বাধ্যতামূলক। রাজ্য সরকারের পর্যবেক্ষণ, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নন-ট্রান্সপোর্ট যানবাহন বিভিন্ন অ্যাগ্রিগেটর প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বাণিজ্যিক পরিষেবায় ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় আইনি বিধি ও নিয়ন্ত্রক শর্ত না মেনে এই ধরনের পরিষেবা চালানো হলে কর, ফি এবং অন্যান্য সরকারি প্রাপ্য এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। এর ফলে রাজ্যের রাজস্ব আদায়েও প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করছে প্রশাসন।

পরিবহণ দপ্তরের এই নির্দেশের পর অ্যাপ-ভিত্তিক পরিবহণ সংস্থাগুলি কীভাবে পরিষেবা পুনর্গঠন করে এবং বাইক ট্যাক্সি পরিষেবা চালু রাখার জন্য কী পদক্ষেপ নেয়, সেদিকেই এখন নজর পরিবহণ মহলের। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, ভবিষ্যতে বাণিজ্যিক নিবন্ধিত মোটরসাইকেলের সংখ্যা বাড়তে পারে। অন্যদিকে, অ্যাপ-ভিত্তিক বাইক ট্যাক্সির সঙ্গে যুক্ত বহু চালকের জীবিকাতেও এই সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগ ও জেলাশাসকের তৎপরতায় কাটল জট, বেগমপুরে বাজি ক্লাস্টার গড়ার প্রক্রিয়া শুরু হতেই আশায় বুক বাঁধছেন শ্রমিকরা

দেবাশিস দে ● বারুইপুর

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিশেষ উদ্যোগ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক অভিষেক কুমার তিওয়ারির সক্রিয় তৎপরতায় দীর্ঘ চার বছরের আইনি জট ও বিলম্ব কাটিয়ে অবশেষে বারুইপুর সংলগ্ন বেগমপুরের হাড়ালে শুরু হল আধুনিক বাজি ক্লাস্টার গড়ে তোলার প্রক্রিয়া। চম্পাহাটি সংলগ্ন হাড়াল, সোলগোয়ালিয়া ও কমলপুর এলাকা মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৃহত্তম এই বাজি হাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৩০ হাজার মানুষ যুক্ত রয়েছেন। রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ এই বাজিবাজারের কারখানা ও দোকানগুলিকে ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে সরিয়ে একটি নিরাপদ ও বিজ্ঞানসম্মত পরিকাঠামোর আওতায় আনতেই রাজ্যের বর্তমান সরকারের এই পদক্ষেপ।

বিগত সরকারের আমলে এই প্রকল্পের কাজ প্রায় চার বছর ধরে সম্পূর্ণ থমকে ছিল। ক্লাস্টার তৈরির জন্য ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে আগেই প্রায় ৩০ বিঘা জমি প্রদান করা সত্ত্বেও কোনো অগ্রগতি হয়নি। তবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে নতুন সরকারের আমলে প্রশাসনিক সদিচ্ছা এবং জেলাশাসক অভিষেক কুমার তিওয়ারির বিশেষ সহযোগিতায় জমি ও অনুমোদন সংক্রান্ত জটিলতা কাটিয়ে চলতি বছরের নভেম্বরে নতুন করে সমস্ত প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে শুরু হয়েছে। ফলে আশার আলো দেখছেন স্থানীয় বাজি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কয়েক হাজার শ্রমিক ও ব্যবসায়ী।

মূলত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় অতীতে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও প্রাণহানির মতো দুর্ঘটনা এড়াতেই জনবসতি থেকে দূরে এই ক্লাস্টার গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বারুইপুর থানার অন্তর্গত হাড়াল বাজার থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে পাশের বেগমপুর মৌজায় নির্মিত হবে। লোকালয় থেকে দূরে হওয়ায় কোনো অনভিপ্রেত দুর্ঘটনা ঘটলেও প্রাণহানি এবং বড়সড় ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা অনেকটাই কমে যাবে। এই প্রস্তাবিত ক্লাস্টারে শুধুমাত্র বাজি তৈরির নিরাপদ ইউনিটই নয়, বরং সম্পূর্ণ পরিকাঠামোগত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একাধিক আধুনিক ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। এর মধ্যে থাকছে বাজি নিরাপদে মজুত রাখার জন্য বিজ্ঞানসম্মত গোডাউন, বাজি তৈরিতে ব্যবহৃত রাসায়নিকের গুণমান ও সুরক্ষা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি আধুনিক কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি, জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য নিজস্ব ফায়ার স্টেশন বা দমকল কেন্দ্র এবং প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক আলোচনার জন্য একটি কনফারেন্স রুম। আদালতের নির্দেশ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কড়াকড়ির কারণে বর্তমানে নিষিদ্ধ শব্দবাজির বদলে ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (নিরি) সার্টিফিকেট ও কিউ-আর কোডযুক্ত পরিবেশবান্ধব সবুজ বাজি (গ্রিন ক্র্যাকার্স) তৈরির ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। নিষিদ্ধ বাজির বিরুদ্ধে পুলিশের নিয়মিত নজরদারি ও অভিযানের পাশাপাশি নতুন এই ক্লাস্টারে সবুজ বাজি তৈরির বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং লাইসেন্স সংক্রান্ত জটিলতা দূর করার ক্ষেত্রেও জেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগ বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। এবছরের দীপাবলি ও কালীপুজোর মরশুম কোনো বড়সড় অঘটন ছাড়াই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তবে ঘিঞ্জি এলাকায় ঝুঁকি নিয়ে কাজ করার আতঙ্ক সবসময়ই তাড়া করে বেড়ায় কারিগরদের। তাই আগামী বছরের উৎসবের মরশুমের আগেই যাতে বেগমপুর মৌজার এই নতুন ক্লাস্টারে নিরাপদ পরিবেশে কাজ শুরু করা যায়, সেই আশাতেই এখন বুক বাঁধছেন হাড়ালের বাজি শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগ, জেলাশাসকের তদারকি এবং ব্যবসায়ীদের যৌথ প্রচেষ্টায় এই প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়িত হলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাজি শিল্পে যেমন নিরাপত্তার নতুন দিগন্ত খুলে যাবে, তেমনই আর্থ-সামাজিক দিক থেকেও উপকৃত হবেন এই কুটির শিল্পের ওপর নির্ভরশীল অসংখ্য পরিবার।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

I, Priya Pal, W/o. Aktarul Mallick, R/o. Kashwara, Polba, Hooghly-712102, W.B., have embraced Islam, do hereby declare that after marriage with Aktarul Mallick & changing my religion from Hinduism to Islam, I want to change my name from Priya Pal to Aasiya Mallick and shall henceforth be known as Aasiya Mallick for all purposes, vide Affidavit No. 26351, dated 12.11.2026, sworn before the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Hooghly at Chinsurah. That, Aasiya Mallick and Priya Pal both are the same, one and identical person.

I, Anima Majhi , W/o- Sanjay Kumar Majhi, permanent resident of Village Daspur, P.O.- Ghole, P.S. – Khanakul, District- Hooghly . I was originally known by the name of Chandana Ahiri by birth. Subsequently, after my marriage, I changed my name and got acquainted by the name of Anima Majhi instead of Chandana Ahiri. By dint of affidavit, Being No. 16125, dated 03.07.2026, sworn before the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Hooghly at Chinsurah, I have made declaration that Anima Majhi and Chandana Ahiri are names of same and one identical person, i.e., myself. Henceforth, I shall be known and acquainted by the name of Anima Majhi and all my documents should be rectified accordingly. This notice is being published for knowledge of all concerned.

আমি Tarun Kumar Pal, S/o. Prashanta Pal, R/o. Harisova, Anur, Goghat, Hooghly-712612, গত ইং 06.11.2023 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Sk Sabir Ali নামে পরিচিত হইয়াছি। 28.10.2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 24825 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Sabir Ali ও Tarun Kumar Pal S/o. Prashanta Pal, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমি Moupriya Chakraborty, D/o. Nilay Chakraborty, R/o. Sujan Bagan, Chinsurah, Hooghly-712101, ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Mayra Begum নামে পরিচিত হইয়াছি। 04.11.2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 26114 নং এফিডেভিট বলে আমি Mayra Begum ও Moupriya Chakraborty, D/o. Nilay Chakraborty, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 28/10/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 18 নং এফিডেভিট বলে আমি Kabita Chettri ও Kabita Das, D/o. Sitaram Bahadur Chettri সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 13/11/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 26406 নং এফিডেভিড বলে আমি, Hamida Bibi, W/o. Late Farid Sarkar, সাকিম মামুদপুর, পিঁপিরা, বলাগড়, হুগলী-৭১২১৪৬, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Md Imroj Sarkar) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 1075, dated 02.06.2011, D.O.B. 20.04.2011) পুত্রের মাতার সঠিক নাম Hamida Bibi-এর পরিবর্তে Hamida Sarkar ও পুত্রের পিতার সঠিক নাম Farid Sarkar-এর পরিবর্তে Md Farid Sarkar লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া Md Imroj Sarkar S/o. Farid Sarkar (Father) & Hamida Bibi (Mother) লিপিবদ্ধ করিতে চাই। Md Imroj Sarkar S/o. Farid Sarkar (Father) & Hamida Bibi (Mother) and Md Imroj Sarkar S/o. Md Farid Sarkar (Father) & Hamida Sarkar (Mother) সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী সঞ্জয় খামারু**, পিতা ৺ভজহরি খামারু, সাকিম শিবপুর মেঘসার, মেঘসার, পাভুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয় বিগত ইং ০২/০২/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-00743/2026** নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(শ্রী অমিত বাগ**, পিতা শ্রী শম্ভু বাগ, সাকিম ধুলিয়ারা, দেবানন্দপুর, পোলবা, হুগলী-৭১২১২৩, পঃবঃ) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছি। **তপশীল**– জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা কলোড়া, সাবেক ১৫৩ তথা হাল ৬৮ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১০৮৯ ও ১০৯০ নং খতিয়ান হইতে ১)আর.এস. ৩৩১ তথা হাল এল.আর. ৩৬৯ নং দাগে ডাঙ্গা জমি ষোল আনায় **৮২ শতক**, ২)আর.এস. ৩৩০ তথা হাল এল.আর. ৩৭০ নং দাগে ডাঙ্গা জমি ষোল আনায় **৪৯ শত

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর ২০২৬, ২৭ কার্তিক ১৪৩৩, শনিবার

সরকারি বাসের স্লিপার কোচেই এবার কলকাতা-শিলিগুড়ি ও পুরী সফর!

এসবিএসটিসি আনছে ভলভো স্লিপার বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দূরপাল্লার যাত্রায় সরকারি বাসেও এবার পাওয়া যাবে বিলাসবহুল পরিষেবা। বেসরকারি বাস সংস্থাগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যাত্রীদের জন্য ভলভো স্লিপার বাস চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। বেঙ্গালুরুর কারখানা থেকে ভলভো ৯৬০০ সিরিজের ছ'টি নতুন বাস ইতিমধ্যেই রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। এর মধ্যে দু'টি স্লিপার এবং চারটি সাধারণ আসনবিশিষ্ট বাস। সংস্থার প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের হাতে চারটি স্লিপার বাস তুলে দেওয়া হবে। যদিও কোন কোন রুটে চলবে নতুন বাস, সেই বিষয়ে নিগম সূত্রে খবর, কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি এবং কলকাতা থেকে পুরী যাওয়ার পথে প্রথমে এই পরিষেবা চালু করার কথা পরিকল্পনা করা হচ্ছে। দীর্ঘ পথের যাত্রীদের রাতের সফর আরও আরামদায়ক করতেই এই দুই রুটকে



অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। তবে এখনও এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। পাশাপাশি কবে থেকে বাসগুলি রাস্তায় নামবে, তা-ও এখনও অনুষ্ঠানিকভাবে জানান হয়নি। তবে এই নতুন ভলভো বাসগুলিতে যাত্রীদের জন্য থাকছে একাধিক আধুনিক সুবিধা। একদিকে শুয়ে যাওয়ার জন্য প্রশস্ত বার্থের পাশাপাশি প্রতিটি কেবিনে থাকবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, মোবাইল চার্জ দেওয়ার সুযোগ, আলাদা পড়ার আলো এবং বিনোদনের পর্দা। এছাড়াও বড় জানলার ব্যবস্থাও থাকছে। অর্থাৎ দীর্ঘ যাত্রায় যাত্রীদের আরাম ও ব্যক্তিগত পরিসরের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পাশাপাশি নিরাপত্তার জন্যও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। বাসগুলিতে থাকছে অ্যাডভান্সড ড্রাইভার অ্যাসিস্ট্যান্স সিস্টেম এবং ইলেকট্রনিক ভেহিকল স্টেবিলিটি কন্ট্রোল। এছাড়াও চালকের জন্য এই বাসে আছে আধুনিক কন্ট্রোল প্যানেল। গাড়ি চালানোর সময় প্রতিকূল পরিস্থিতি সামলানো এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে এই প্রযুক্তিগুলি চালককে সাহায্য করবে। পাশাপাশি বাসের বাইরের সাজেও তুলে ধরা হয়েছে এই রাজ্যের পরিচিত স্থাপত্য ও ধর্মীয় ঐতিহ্য। সাদা-গেরুয়া রঙের উপর আঁকা হয়েছে হাওড়া ব্রিজ এবং দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ছবি। তবে এই এক একটি বাস কিনতে খরচ পড়েছে আনুমানিক দেড় থেকে দু'কোটি টাকা। প্রতিটি বাসে ৪৩ জন যাত্রীর বসার বা শোওয়ার ব্যবস্থা থাকবে বলে জানা যাচ্ছে। তবে বাসগুলি শেষ পর্যন্ত এসবিএসটিসি পরিচালনা করবে, নাকি পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহণ নিগমের অধীনে চালানো হবে, তা নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। যদিও রাজ্যে সরকারি পরিবহণে এই ধরনের বাস চালু হলে বেসরকারি বিলাসবহুল বাসের সঙ্গে প্রতিযোগিতার নতুন সুযোগ তৈরি হবে বলে মনে করছেন পরিবহণ বিশেষজ্ঞরা। কলকাতা বাস ও পিডিয়ার সাধারণ সম্পাদক অনিকেত বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেন, সরকারি পরিবহণে এই ধরনের বাস চালু হলে বেসরকারি সংস্থার তুলনায় কম খরচে উন্নত পরিষেবা দেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

তবে নতুন পরিষেবার ক্ষেত্রে নজর থাকবে বাসের ভাড়ার উপর। সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা এই স্লিপার বাসেও কার্যকর হবে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। যদিও শেষ পর্যন্ত কত ভাড়ায়, কত ঘন ঘন এবং কোন কোন রুটে বাস চালানো হচ্ছে, তার উপরই নির্ভর করবে নতুন পরিষেবা কতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করবে।

ফলতার 'পুষ্পা'র বাড়ি ভাঙার কাজে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ, নোটিস দেওয়ার ভিডিও তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফলতার প্রাক্তন তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খানের বাড়ি ভাঙার প্রক্রিয়ায় আপাতত হস্তক্ষেপ করল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ সোমবার দুপুর ২টো পর্যন্ত বাড়ি ভাঙার কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি, বাড়ি ভাঙার আগে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে নোটিস পাঠানো হয়েছিল, তা কী ভাবে বাড়ির মালিকের কাছে পৌঁছেছিল, তার ভিডিও রেকর্ডিং জমা দিতে বলে আদালত। আগামী সোমবার ফের এই মামলার শুনানি হবে। এদিন আদালতে জাহাঙ্গিরের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী কিশোর দত্ত। তাঁর দাবি, জাহাঙ্গির ও তাঁর স্ত্রী দু'জনেই বর্তমানে জেলে আছেন। তাঁদের ছেলে আতঙ্কে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। এই অবস্থায় বাড়ি ভাঙার আগে পরিবারের কাউকেই যথাযথভাবে নোটিস দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি। এইক্ষেত্রে আইনজীবীর



বক্তব্য, জাহাঙ্গির যে বন্দি আছেন, তা প্রশাসনের অজানা ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁর কাছে নোটিস পৌঁছে দেওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়নি। বাড়ি ভাঙার ক্ষেত্রেও আইন মেনে পদক্ষেপ করা হয়নি বলেও এদিন দাবি করেন তিনি। এরপরেই নোটিস পাঠানোর পদ্ধতি নিয়ে জেলা পরিষদের কাছে ব্যাখ্যা চায় আদালত। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কীভাবে নোটিস দেওয়া হয়েছিল, তার ভিডিও প্রমাণ দেখতে চান বিচারপতি। সোমবারের শুনানিতে ওই রেকর্ডিং জমা দেওয়া হবে বলে আদালতকে জানান রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎনাথ মিত্র। এদিনের শুনানিতে বাড়িটির নির্মাণ সংক্রান্ত নথিও খতিয়ে দেখতে চান বিচারপতি। জাহাঙ্গিরের আইনজীবীর কাছে বাড়ির অনুমোদিত নকশা চাওয়া হলে তিনি জানান, মামলার আবেদনে নকশা চুরি যাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। তখন বিচারপতি প্রশ্ন করেন, নকশা হারানোর কথা প্রশাসনকে আগে জানানো হয়েছিল কি না। এই ঘটনায় থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়েছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তবে এদিন আপাতত আদালতের নির্দেশে বাড়ি ভাঙার কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে বাড়িটির নির্মাণ বেআইনি কি না, সেই প্রশ্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। প্রশাসনের পাঠানো নোটিসের ভিডিও এবং বাড়ির অনুমোদিত নকশা সংক্রান্ত তথ্য সোমবারের শুনানিতে বিশেষ গুরুত্ব পেতে চলেছে।

কসবায় মন্দিরের জমি ও খাল দখলের অভিযোগ, যৌথ তদন্তে পুলিশ-পুরসভা

কড়া হুঁশিয়ারি পুরমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার কসবায় একটি জনপ্রিয় রেস্তোরাঁ চেন 'আরসালান'-এর বিরুদ্ধে মন্দিরের জমি এবং প্রাকৃতিক নিকাশি খাল দখল করে নির্মাণের অভিযোগ উঠল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াতেই সক্রিয় হয়েছে স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসন। এই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে এবার কলকাতা পুরসভা ও পুলিশ যৌথভাবে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে নামছে। অন্যদিকে, রুবি পার্ক এলাকার ওই রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি দেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, কসবায় ওই রেস্তোরাঁ সংলগ্ন মন্দিরের জায়গা এবং পাশের নিকাশি খালের একাংশ বুজিয়ে নির্মাণকাজ চালানো হচ্ছে। এর ফলে একদিকে যেমন মন্দিরের অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে, অন্যদিকে খালের জলপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় আগামী বর্ষায় গোটা এলাকা জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে কসবা থানায় যান স্থানীয় বিজেপি নেতা সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পুলিশের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়ে অবিলম্বে বেআইনি কাজ বন্ধ করা এবং এই কাজে যুক্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান। এই অভিযোগ পাওয়ার পরই কসবা থানার পুলিশ কলকাতা পুরসভার ১২ নম্বর বোরোর এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। নির্মাণস্থলটির আসল মালিকানা কার এবং কাজের জন্য বৈধ অনুমতি নেওয়া হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে। এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল স্পষ্ট জানিয়েছেন, পুরসভা ও পুলিশ যৌথ পরিদর্শন করবে। এই তদন্তে অনিয়ম ধরা পড়লে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন।

এদিকে, রুবি পার্কের সামনে অবস্থিত আরসালান রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে জবরদখলের একাধিক অভিযোগ তুলে সরব হন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। মন্দিরের জায়গা দখল করে গুদাম বানানোর অভিযোগ তুলে মন্ত্রী বলেন, রুবি পার্কের সামনে যে আরসালান রয়েছে, সেখানে তিনটি সমস্যা আছে। তার পাশে একটি মন্দির রয়েছে। সেই মন্দিরের মূর্তি গায়েব। মূর্তির জায়গায় কাঠের তাক বসিয়ে গোডাউন তৈরি করা হয়েছে। শুধু মন্দিরই নয়, সাধারণ মানুষের হাঁটাচলার রাস্তা দখল করে ব্যবসা চালানোর অভিযোগও আনেন তিনি। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন , পিছনে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের রাস্তা রয়েছে। সেই রাস্তা দখল করে চেয়ার-টেবিল রাখা হয়েছে। সেখানে গোডাউন এবং পার্সেল ডেলিভারির জায়গা তৈরি করা হয়েছে। সামনের দিকেও অনেকটা জায়গা দখল করা হয়েছে।

বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলার স্পষ্ট বার্তা দিয়ে পুরমন্ত্রী জানান, আমি বুঝিয়ে দিয়েছি, কতটা জায়গা ওদের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট। বাকি অংশ ভেঙে ফেলা হবে। পাশাপাশি, বেআইনি নির্মাণকারীদের সতর্ক করে তিনি আরও বলেন, আগের সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের টাকা দিয়ে যাঁরা বিল্ডিং বাড়িয়েছেন, তাঁদের বলছি, ভাঙার নির্দেশ দেওয়ার আগেই নিজেরা বেআইনি নির্মাণ সরিয়ে নিন। সাধারণ মানুষের অসুবিধা তৈরি করার জন্য জরিমানাও করা হবে। এই সমস্ত অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এখন পুলিশ ও পুরসভার যৌথ পরিদর্শনের রিপোর্টের দিকেই তাকিয়ে আছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

কলকাতার পর হাওড়ার পুরভোট নিয়েও আইনি জট, ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে হাইকোর্টে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুরসভার পর এবার হাওড়া পুরসভার নির্বাচনও আইনি জটিলতার মুখে। পুরসভার ওয়ার্ডের সংখ্যা ও সীমানা পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন সিপিএম নেতা ইমতিয়াজ আহমেদ। বৃহস্পতিবার দায়ের হওয়া এই মামলার শুনানি হবে আগামী মঙ্গলবার। ফলে বছরের শেষে হাওড়ায় পুরভোট করানোর পরিকল্পনা থাকলেও আপাতত সেই পথে নতুন বাধা তৈরি হল। হাওড়া পুরসভায় আগে ওয়ার্ডের সংখ্যা ছিল ৫০। তা বাড়িয়ে ৬৮ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর বিরুদ্ধেই আদালতে যান ইমতিয়াজ। তাঁর অভিযোগ, ওয়ার্ডের সংখ্যা বাড়ানোর ক্ষেত্রে জনসংখ্যার অনুপাত এবং আইন নির্ধারিত নিয়ম মানা হয়নি। শুধু তা-ই নয়, নির্বাচিত পুরবোর্ড না থাকা অবস্থায় পুরসভার পক্ষে ওয়ার্ডের সীমানা ও সংখ্যা পরিবর্তন করার এক্তিয়ার নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। যদিও নির্বাচন বন্ধ রাখার পক্ষে নন মামলাকারী। তাঁর বক্তব্য, আমি পুরভোটের বিরোধিতা করছি না। নির্বাচন হোক। কিন্তু তার আগে আইন মেনে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করতে হবে। তিনি জানান, এই মামলা সিপিএমের দলীয় সিদ্ধান্ত নয়, বরং তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়েই মামলা করেছেন। যদিও বৃহস্পতিবার দিন হাওড়ার পুরভোট নিয়ে সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার ইঙ্গিত দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন করা সম্ভব না হলে কলকাতার মতো হাওড়াতেও প্রতিটি ওয়ার্ডে কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ করা হতে পারে বলে জানান তিনি। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে মামলা দায়ের হওয়ার পর সেই নির্বাচন হওয়ার পরিস্থিতি নতুন মাত্রা পেল বলেই মনে করছেন আইনজীবী মহল।

যদিও একইভাবে কলকাতা পুরসভার নির্বাচন নিয়েও একই ধরনের আইনি জটিলতা চলছে। ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস এবং ভোটারদের সংখ্যা বণ্টন নিয়ে দায়ের হওয়া মামলায় ইতিমধ্যেই অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের নির্দেশের কারণে আপাতত পুরভোটের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। এবার হাওড়ার মামলায় আদালত কী নির্দেশ দেয়, সেদিকেই নজর থাকছে প্রশাসনের।



আসন্ন ছটপুজো উপলক্ষে নতুনবাজারে চলছে কেনাকাটি। ছবি: অদিতি সাহা

KCI

কানোরিয়া কেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ''কেসিআই প্লাজা'', ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০১৯
ফোন : (০৩৩) ৪০৩১ ৩২০০, CIN : L24110WB1960PLC024910
ই-মেইল : investor@kanoriachem.com ওয়েবসাইট : www.kanoriachem.com

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবার্ষিকের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের (স্ট্যান্ডালোন এবং কনসোলিডেটেড) বিবৃতি

১৩ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবার্ষিকের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি (স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড) অনুমোদন করেছে (''আর্থিক ফলাফল'')। অনিরীক্ষিত ফলাফল সহ আর্থিক ফলাফলগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে https://a.storyblok.com/f/209886/x/0a80f33602/signed reg-33 outcome 13-nov-2026.pdf– স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেডের https://www.bseindia.com/xml-data/ corpfiling/AttachLive/7370a51d-393e-4015-8e4a-d9fd8279bf68.pdf এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের https://nsearchives.nseindia.com/corporate/KANORICHEM 13112026144715 LT.pdf -এ উপলব্ধ করা হয়েছে এবং QR কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে :
QR কোডের স্ক্যান :

বোর্ডের পক্ষে
স্বা /-
আর. ভি. কানোরিয়া
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(ডিআইএন : ০০০০৩৭৯২)

তারিখ : ১৩ নভেম্বর ২০২৬
স্থান : কলকাতা

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank

দি কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ-কলকাতা
২, এন এস রোড, ইস্টার্ন রেলওয়ে হেড কোয়ার্টারের বিপরীতে, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১, যোগাযোগ নং : ৬৩৮২৩৭৩৬৮২, ই-মেইল : head.arbkolkata@kvb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
১৭.১২.২০২৬ তারিখে ই-নিলাম

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর শর্তাবলীর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের) নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সিকিউরড পাওনাদার, দি কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কাছে বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার বাস্তবিক দখল দি কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড, সিকিউরড পাওনাদারের অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা **১. মেসার্স জ্যোতির্ময়ী কনস্ট্রাকশন (ঋণগ্রহীতা)**, রামরাজাতলা স্টেশন রোড, সাঁতরাগাছি, জগাছা, হাওড়া-৭১১১০৪। **২. শ্রী গোবিন্দ সানা (পার্টনার)**, ষষ্ঠীকলা কোনা রোড, হাওড়া কর্পোরেশন, সাঁতরাগাছি, হাওড়া-৭১১১০৪। **৩. শ্রী রবীন্দ্রনাথ সানা (পার্টনার)**, সাঁতরাগাছি, ষষ্ঠীকলা, জগাছা হাওড়া-৭১১১০৪। **৪. শ্রী জহর লাল সানা (পার্টনার)**, রামরাজাতলা স্টেশন রোড, সাঁতরাগাছি, জগাছা, হাওড়া-৭১১১০৪-এর থেকে সিকিউরড পাওনাদার, কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কাছে ৩১.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী **৪০,৯৫,০৪৩.৩২ টাকা** (চল্লিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার তেতাল্লিশ টাকা এবং বত্রিশ পয়সা) এবং তার উপর ০১.১১.২০২৬ থেকে আইন অনুযায়ী প্রদেয় আরও সুদ আদায়ের জন্য ১৭ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখে ''যেমন আছে যেখানে আছে'', ''যেমন আছে যা আছে'', এবং ''যা কিছু আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং সংরক্ষিত মূল্য

হাওড়া জেলার অন্তর্গত থানা- জগাছা, মৌজা সাঁতরাগাছিতে আর.এস. খতিয়ান নং ৫৬৬ (এল.আর. খতিয়ান নং ৮৪৭/১, ২৭৪০/১, ৫৪০৮)-এর অধীন আর.এস. প্লট নং ১১৮০ (এল.আর. প্লট নং ১৫১৭)-এর অন্তর্ভুক্ত ''সতীশ ভবন'' নামক ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ ৩২৫ বর্গফুট (কমবেশি) পরিমাপের চারটি দোকান ঘরের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। ফ্ল্যাটটি শ্রী গোবিন্দ সানা, শ্রী রবীন্দ্রনাথ সানা এবং শ্রী জহর লাল সানার নামে যৌথভাবে রয়েছে।

(NA45953-বাস্তবিক দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তি)

সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ)	বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
৩৩,৩৫,০০০/- টাকা	৩,৩৩,৫০০/- টাকা	১০,০০০/- টাকা

সম্পদের পরিদর্শন	১৬.১১.২০২৬ থেকে ১৬.১২.২০২৬ তারিখের মধ্যে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
অনলাইনে টেন্ডার এবং আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়	তারিখ ১৬.১২.২০২৬ সময় বিকেল ৫.০০ টা
ই-নিলামের তারিখ ও সময়	১৭.১২.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত https://bankauctions.in পোর্টালের মাধ্যমে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হবে, বিক্রয় সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটিতে ১০ মিনিটের সীমাহীন মেয়াদ বৃদ্ধি সহ।
নোডাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নাম	অ্যাকাউন্ট নং : ১১০১৩৫১০০০০০০৯৭৩ আইএফএসসি কোড KVBL0001101 অ্যাকাউন্টের নাম : BID COLLECTION A/c of SARFAES ই-নিলাম প্রসিড : অ্যাকাউন্টের নাম।
যোগাযোগকারী ব্যক্তি এবং ফোন নং	এআরবি কলকাতার জন্য - শ্রী সমীর ঘোষ ফোন : ৬৩৮২৩৭৩৬৮২ জগাছা ব্রাঞ্চের জন্য - শ্রী সঞ্জয় প্রসাদ ফোন : ৮৩৩৬৯৭২৮৫২ এডিটি-এর জন্য - শ্রী সঞ্জয় ফোন :৯৫৪০৬৫৬৪৭৭

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাঙ্কের/ সিকিউরড পাওনাদারের ওয়েবসাইট অর্থাৎ https://www.kvb.bank.in/property-under-auction এবং পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স ৪Closure-এর ওয়েব পোর্টাল https://bankauctions.in -এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

সরফায়সি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অধীনে বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/দের এবং গ্যারান্টার/দের ই-নিলামের তারিখের আগে হালনাগাদ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ উপরে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধ করার জন্য নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় তফসিলভুক্ত সম্পত্তি নিলাম/বিক্রি করা হবে এবং ব্যালেন্স বকেয়া, যদি থাকে, সুদ এবং খরচ সহ আদায় করা হবে।

তারিখ : ১২.১১.২০২৬
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
দি কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ছটপুজোয় কড়া নিরাপত্তা মহানগরে, বাগবাজার ও রবীন্দ্র সরোবরে প্রবেশ নিষেধ, খোলা থাকছে বিকল্প ঘাট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছটপুজোকে কেন্দ্র করে কলকাতার গঙ্গার ঘাট ও জলাশয়গুলিতে ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং পুণ্যার্থীদের সুরক্ষায় বিশেষ পদক্ষেপ নিল প্রশাসন। নিরাপত্তাজনিত কারণে এই বছর বাগবাজারের মায়ের ঘাটে ছটপুজো বন্ধ রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার স্বার্থে ১৪ নভেম্বর দুপুর ২টো থেকে ১৬ নভেম্বর দুপুর ২টো পর্যন্ত রবীন্দ্র সরোবরের সমস্ত গেট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কলকাতা পুলিশের পোর্ট বিভাগ সূত্রে খবর, অতিরিক্ত ভিড় ও দুর্ঘটনা এড়াতে এবার বাগবাজারের মায়ের ঘাটে পুণ্যার্থীদের নামতে দেওয়া হবে না। এই প্রসঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই বাগবাজারের মায়ের ঘাটে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পুণ্যার্থীদের কাশী মিত্র ঘাট, কুমোরটুলি এবং চাপাতলা ঘাট ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া পুজো কমিটিগুলিকেও এই বিকল্প ঘাটগুলিতে পুজোর আয়োজন করার অনুরোধ জানিয়েছে পুলিশ। অন্যদিকে, রবীন্দ্র সরোবরের পরিবেশ রক্ষায় কড়া অবস্থান নিল কেএমডিএ। বিগত বছরগুলিতে ছটপুজোর সময় সরোবর চত্বরে প্রচুর মানুষের সমাগম, বাজি পোড়ানো এবং শব্দদূষণের ফলে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছিল। এই বছর কেএমডিএ-র তরফে স্পষ্ট জানানো হয়, সরোবরের পাখি, মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর সুরক্ষার কথা ভেবেই ১৪ নভেম্বর দুপুর ২টো থেকে ১৬ নভেম্বর দুপুর ২টো পর্যন্ত সাধারণ মানুষের প্রবেশ পুরোপুরি বন্ধ থাকবে। এছাড়াও শহরের অন্যান্য ঘাটগুলির প্রস্তুতিও চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। সম্প্রতি পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই এবং পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেকে সঙ্গে নিয়ে জলপথে কলকাতা



ও হাওড়ার বিভিন্ন ঘাট ঘুরে দেখেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। এই পরিদর্শন শেষে পুরমন্ত্রী জানান, জাঙ্গার ঘাট ছাড়াও শহরের বিভিন্ন পুকুর ও জলাশয়ে ছটপুজোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য প্রতিটি ঘাটে মহিলা ও পুরুষদের আলাদা পোশাক বদলের ঘর, বায়ো-টয়লেট এবং পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকছে।

এছাড়াও পুকুরপাড়ে যাতায়াতের জন্য অস্থায়ী রাস্তা তৈরি, পথনির্দেশিকা বোর্ড এবং জরুরি যোগাযোগের নম্বর টাঙিয়ে রাখার উদ্যোগ নিচ্ছে প্রশাসন। ভোরবেলা অন্ধকারে পুজো করার সময় যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে জন্য আলোকসজ্জা ও নজরদারিতে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।

অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে আজ অর্জুন মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন: তড়িৎবরণ তোপদার



বিশ্বজিৎ নাথ ● ব্যারাকপর

অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে আজ অর্জুন মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন, শুক্রবার ব্যারাকপুরে নিশিদিন মাল্টি-স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তড়িৎবরণ তোপদার। এদিন বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে রাজ্যের মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের পিতা স্বর্গীয় সত্যনারায়ণ সিংয়ের নামাঙ্কিত একটি কেবিনের উদ্বোধন করেন সিপিআইএমের প্রাক্তন সাংসদ তড়িৎবরণ তোপদার। রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করে প্রাক্তন সাংসদ বলেন, অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে আজ অর্জুন মন্ত্রীত্ব পেয়েছে। তড়িৎবাবুর কথায়, রাজনীতিতে উত্থান-পতন থাকেই। কিন্তু অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অর্জুনকে মন্ত্রিত্ব পেতে হয়েছে। অর্জুন দুটো দপ্তরই খুব ভালো পেয়েছে। অপরদিকে রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, নতুন কেবিনটি তাঁর পিতার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। তবে এটা দেখে তাঁর ভীষণ ভালো লেগেছে, যে পিতার সময়ে রাজনীতির ময়দানে লড়াই করা একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের হাত ধরেই কেবিনটির উদ্বোধন হয়েছে। মন্ত্রীর কথায়, হাসপাতালের কর্ণধার বাবন দে দরিদ্

সম্পাদকীয়

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে পটুয়াপাড়ার ক্ষোভ খুবই ন্যায্য

কালীঘাটের পটুয়াপাড়ায় গিয়ে গরিব মৃৎশিল্পীদের হাতে আর্থিক ক্ষতিপূরণ তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই একটা ঘটনায় রাজ্যের বর্তমান সরকারের মানবিক মুখ ও বিচক্ষণতা উঠে এসেছে। আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পাশাপাশি গরিব মৃৎশিল্পীরা খোদ মুখ্যমন্ত্রীর এই ভূমিকায় আপ্লুত। অতীতে কখনও কেউ এভাবে তাদের কথা ভাবেনি। অথচ বাস্তবটা হল, কার্যত কালীঘাটের এই পটুয়া পাড়ারই বাসিন্দা ছিলেন রাজ্যের সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। গত প্রায় দেড় দশক তিনি রাজ্য শাসন করেছেন। কিন্তু কার্যত তাঁর ঘরের মানুষগুলোর দিকে ফিরেও তাকানোর সময় পাননি। অনেক বড় বড় কর্মযজ্ঞে ব্যস্ত থাকায় এই মানুষগুলোর জীবন ও জীবিকার সমস্যা তাঁর শোনা হয়নি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন ঘিরে বিবাদের জেরে উঠে আসে এঔ পটুয়াদের সমস্যার কথা। সেদিন ঘটনার সময় পটুয়া পাড়ার শিল্পী, কারিগররা অভিষেক ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই সব ক্ষোভের ভিডিয়ো কম, বেশি আমরা সবাই দেখেছি। আর তাতেই মালুম হচ্ছিল, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের ওপর কতটা ক্ষোভ জমে ছিল তাদের। সেদিন সুযোগ পেয়েই সেই ক্ষোভ উগরে দেয় পটুয়াপাড়া। কীভাবে দিনের পর দিন তাঁদের ব্যবসার ক্ষতি হয়েছে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে ভিড়ের কারণে ও নিরাপত্তার বাড়াবাড়ির জেরে ঠাকুর আনতে কত সমস্যা হয়েছে। কিন্তু কেউ শোনেনি। এতদিন গরিব মানুষগুলো ভয়ে চুপ করে থাকলেও সেদিন সময় ও সুযোগ বুঝে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। নেতার জন্মদিন পালনের নামে সেদিন রাত থেকে রাস্তা আটকে সেলিব্রেশনের আয়োজন করেছিলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় মাঝরাতের এই ঘটনায় এগিয়ে এসে তারই প্রতিবাদ করেন স্থানীয় বাসিন্দা ও পটুয়াপাড়ায় লোকেরা। বিপাকে পড়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দলবল গোটা ঘটনাকে ‘বিজেপির সন্ত্রাস’ বলে চালিয়ে রাজনীতি করতে যান। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সফল হল না, এটাই যা আক্ষেপ। কারণ, বাংলার মানুষ তাদের এই সস্তা নাটকে আর ভুলতে নারাজ।

শব্দছক ৩১১ — রবি দাস

১	২		৩	■	৪		৫
৬		■	৭		৬	■	৭
	■	৮		■	■	৯	
১০	১১		■	১২	১৩		■
■	১৪			■	১৫		১৬
১৭		■	■	১৮		■	
	■	১৯			■	২০	
২১			■	২২			

পাশাপাশি: ১. জগৎ সম্বন্ধিয় ৪. কাজল ৬. বদমতি হুজ্জুতকারী ৭. হোঁচট ৮. গুপ্ত প্রতিনিধি ৯. ধান্য ১০. মস্করা ১২. হাতি ১৪. গণনাকারী ১৫. আইনজীবী ১৭. জায়গা ১৮. কুঁড়ি ১৯. ভ্রান্তি ২০. তেল দিয়ে আগুনে স্যাঁকা ২১. নব্বই সংখ্যা ২২. মালিক

ওপর-নিচ: ১. আমেরিকায় বসবাসকারী বড় আকারের বন্য বিড়াল ২. পুরনো হিসেবে চারখানায় যা হয় ৩. বলিষ্ঠ ও কঠিন ৪. রাজস্ব ৫. লাফ ৮. পা ৯. ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী ১১. আকাশ ১৩. রাজান্তঃপুর ১৬. প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে এমন ১৭. অধিষ্ঠান করণ ১৮. বর্ষার এক ফুল ১৯. অভিমুখ ২০. ভাইয়ের বউ

সমাধান ৩১০ — পাশাপাশি: ১. অকথ্য ৫. বিবাহ ৮. অকল্পিত ৯. কানা ১২. পল ১৩. ভালুক ১৫. কায়দা ১৬. শিঙ্গা ১৭. তির্যক ১৮. বিষ ১৯. জোঁক ২০. লঙ্কেশ

ওপর-নিচ: ২. কথাকলি ৩. পণ ৪. বোবা ৫. গতকাল ৬. বিন্দু ৭. হবু ১০. ঢালু ১১. দোকান ১২. পদাতিক ১৩. ভাঙ্গা ১৪. কলুষ ১৬. শিকল ১৮. বিশ

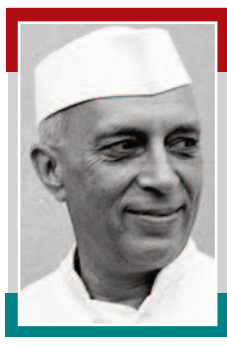
আজকের দিন

■ **১৯৯৬** — সালের এই দিনে বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের বিচার শুরুর লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি (বাতিল) বিল পাস করা হয়।

■ **১৯৬৯** — সালের ১৪ নভেম্বর নয়াদিল্লিতে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।



জন্মদিন



জওহরলাল নেহরু

১৮৮৯ *ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন।*

১৯৬৭ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সাবা করিমের জন্মদিন।*

১৯৮৫ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মনোজ তিওয়ারির জন্মদিন।*

ছটপুজো: সূর্যদেবের আরাধনা, প্রকৃতির বন্দনা ও লোকবিশ্বাসের এক মহোৎসব

অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়



ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন ও পবিত্র লোকউৎসব হল ছটপুজো। সূর্যদেব এবং তাঁর পত্নী ঊষা ও প্রত্যুষার আরাধনাকে কেন্দ্র করে পালিত হয় এই উৎসব। ভক্তি, নিষ্ঠা, সংযম, শুচিতা এবং কঠোর উপবাসের মধ্য দিয়ে চার দিন ধরে চলে ছটপুজোর নানা আচার-অনুষ্ঠান। মূলত বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ এবং নেপালের তরাই অঞ্চলে এই উৎসবের ব্যাপক প্রচলন থাকলেও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছটপুজো অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হয়। কলকাতা ও শহরতলিতেও এই উৎসবের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বেড়েছে। ছটপুজো কেবল ধর্মীয় আচার নয়, এটি প্রকৃতির প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক অনন্য মাধ্যম। সূর্য ছাড়া পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। আলো, তাপ এবং শক্তির প্রধান উৎস সূর্য। তাই মানবজীবন, কৃষিকাজ, জীবজগৎ এবং প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় সূর্যের অবদানকে স্মরণ করে ভক্তরা সূর্যদেবের কাছে প্রার্থনা করেন। সংসারের সুখ-শান্তি, পরিবারের সুস্বাস্থ্য, সন্তানদের মঙ্গল এবং দীর্ঘায়ু কামনায় এই পুজো করা হয়।

ছটপুজোর পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য

ছটপুজোর ইতিহাস বহু প্রাচীন। বৈদিক যুগ থেকেই সূর্য উপাসনার প্রচলন ছিল বলে বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে সূর্যদেবের মাহাত্ম্য এবং তাঁর কাছে প্রার্থনার কথা রয়েছে। হিন্দু ধর্মে সূর্যকে প্রত্যক্ষ দেবতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ, মানুষ প্রতিদিন নিজের চোখে সূর্যকে দেখতে পায় এবং তাঁর আলোতেই পৃথিবী আলোকিত হয়। পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী, মহাভারতের অন্যতম চরিত্র কর্ণ ছিলেন সূর্যদেবের পুত্র। তিনি প্রতিদিন সূর্যদেবের উপাসনা করতেন এবং দানধ্যানের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করতেন। অনেকের বিশ্বাস, সূর্য উপাসনার এই ঐতিহ্যের সঙ্গে ছটপুজোর সম্পর্ক রয়েছে। আরও একটি প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে, রামচন্দ্র ও সীতাও বনবাস থেকে অযোধ্যায় ফিরে আসার পর কার্তিক মাসে সূর্যদেবের আরাধনা করেছিলেন। আবার লোকবিশ্বাসে ষষ্ঠী দেবীর সঙ্গে ছটপুজোর সম্পর্ক রয়েছে। ষষ্ঠী দেবীকে সন্তানদের রক্ষাকর্ত্রী হিসেবে মানা হয়। সেই কারণেই সন্তানসন্ততির মঙ্গল কামনায় বহু পরিবারে এই পুজো বিশেষ গুরুত্ব পায়।

চার দিনের ছটপুজোর আচার-অনুষ্ঠান

ছটপুজো সাধারণত কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে পালিত হয়। তবে এর প্রস্তুতি শুরু হয় চার দিন আগে থেকেই। প্রতিটি দিনের নিজস্ব ধর্মীয় গুরুত্ব ও নিয়ম রয়েছে।

প্রথম দিন: নাহায়-খায়

ছটপুজোর প্রথম দিনকে বলা হয় নাহায়-খায়। এই দিন ব্রতীরা খুব সকালে স্নান করে নিজেদের বাড়িঘর পরিষ্কার করেন। পুজোর জন্য বাড়িতে শুদ্ধ পরিবেশ তৈরি করা হয়। এরপর নিরামিষ আহার গ্রহণের মাধ্যমে ব্রতের সূচনা হয়। সাধারণত ভাত, ছোলার ডাল, লাউ বা কুমড়োর তরকারি এবং অন্যান্য সাত্ত্বিক খাবার খাওয়া হয়। এই দিনের মূল উদ্দেশ্য হল শরীর ও মনকে পবিত্র করে পরবর্তী কঠোর ব্রতের জন্য প্রস্তুত করা।

দ্বিতীয় দিন: খরনা

ছটপুজোর দ্বিতীয় দিনটি খরনা নামে পরিচিত। এই দিন ব্রতীরা সারাদিন উপবাস পালন করেন। সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পর বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়। গুড়ের পায়েস, রুটি এবং কলার মতো ফল দিয়ে নৈবেদ্য সাজানো হয়। পুজো শেষে ব্রতীরা প্রসাদ গ্রহণ করেন। পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও প্রতিবেশীদের মধ্যেও সেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়। খরনার পরেই শুরু হয় ছটপুজোর সবচেয়ে কঠিন পর্ব। এই সময় থেকে ব্রতীরা প্রায় ৩৬ ঘণ্টা নির্জলা উপবাস পালন করেন। অর্থাৎ তাঁরা জল পর্যন্ত পান করেন না। কঠোর নিয়ম ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই ব্রত পালন করা হয়।

তৃতীয় দিন: সন্ধ্যা অর্ঘ্য

ছটপুজোর তৃতীয় দিনটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ। এই দিন বিকেল থেকেই নদী, পুকুর, হ্রদ কিংবা জলাশয়ের ঘাটে ভক্তদের ভিড় জমতে শুরু করে। বাঁশের তৈরি ডালা ও ঝুড়িতে সাজানো হয় নানা রকম ফলমূল, আখ, নারকেল, কলা, মিষ্টি, ঠেকুয়া এবং অন্যান্য পুজোর সামগ্রী। সূর্যাস্তের সময় ব্রতীরা কোমরসমান জলে দাঁড়িয়ে অস্তগামী সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন করেন। দুধ, জল এবং বিভিন্ন উপাচারের মাধ্যমে সূর্যদেবের আরাধনা করা হয়। চারদিকে শোনা যায় ছটমাইয়ার ভক্তিগীতি। প্রদীপের আলো, ফুলের সাজ এবং ভক্তদের প্রার্থনায় ঘাটের পরিবেশ হয়ে ওঠে অপূর্ব ও ভক্তিময়।

চতুর্থ দিন: ঊষা অর্ঘ্য

ছটপুজোর শেষ দিন শুরু হয় ভোররাতে। সূর্য ওঠার আগেই ব্রতীরা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঘাটে উপস্থিত হন। পূর্ব আকাশে সূর্যের প্রথম আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উদীয়মান সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়। এই আচারকে বলা হয় ঊষা অর্ঘ্য। সূর্যোদয়ের পর পুজো সম্পন্ন হলে ব্রতীরা উপবাস ভঙ্গ করেন। এই পর্বকে বলা হয় পারণ। এর মধ্য দিয়ে চার দিনের ছটপুজোর সমাপ্তি ঘটে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং সকলে একে অপরকে উৎসবের শুভেচ্ছা জানান।

ছটপুজোর বিশেষ প্রসাদ ঠেকুয়ার গুরুত্ব

ছটপুজোর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হল বিশেষ প্রসাদ ঠেকুয়া। আটা, গুড়, ঘি এবং বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয় এই ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি। অনেক বাড়িতে ঠেকুয়া তৈরির জন্য কয়েক দিন আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। সম্পূর্ণ শুদ্ধতা ও পবিত্রতা বজায় রেখে এই প্রসাদ তৈরি করা হয়।

ঠেকুয়া ছাড়াও পুজোর ডালায় থাকে কলা, আপেল, কমলালেবু, নারকেল, আখ, বাতাবি লেবু, মিষ্টি আলু এবং বিভিন্ন মরশুমি ফল। বাঁশের তৈরি কুলো, ডালা ও ঝুড়িতে সাজিয়ে এই সমস্ত উপকরণ ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। প্লাস্টিকের পরিবর্তে বাঁশের সামগ্রী ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এই উৎসব প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের কথাও মনে করিয়ে দেয়।

ছটপুজো আমাদের পরিবেশ রক্ষার কথাও মনে করিয়ে দেয়। সূর্য, জল, মাটি এবং প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশই এই উৎসবের অন্যতম মূল ভাবনা। তাই উৎসব পালনের সময় নদী ও জলাশয় পরিষ্কার রাখা, প্লাস্টিক ও থার্মোকলের ব্যবহার কমানো এবং পুজোর সামগ্রী জলে না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার বিষয়ে প্রত্যেকের সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

বিশেষ করে ঘাটে ভিড়ের সময় শিশু ও প্রবীণদের নিরাপত্তার দিকে নজর রাখা জরুরি। জলাশয়ে নামার ক্ষেত্রে প্রশাসনের নির্দেশিকা মেনে চলা উচিত। অতিরিক্ত ভিড় এড়িয়ে এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে উৎসব পালন করাই সকলের দায়িত্ব।

ভক্তি ও বিশ্বাসের মিলনমেলা

ছটপুজো এমন একটি উৎসব, যেখানে ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি রয়েছে মানবিক মূল্যবোধের গভীর শিক্ষা। অস্তগামী সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদনের পর পরদিন উদীয়মান সূর্যের আরাধনা করা হয়। এর মধ্যে জীবনের এক সুন্দর দর্শন লুকিয়ে রয়েছে। অস্ত যাওয়া এবং আবার নতুন করে উদিত হওয়া প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম। অন্ধকারের পর আলো আসে, হতাশার পর আশার সঞ্চার হয়।

ছটপুজো আমাদের শেখায়, জীবনের প্রতিটি পর্যায়কে শ্রদ্ধা করতে হবে। শুধু সাফল্য নয়, জীবনের কঠিন সময়কেও মেনে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এই উৎসবের মাধ্যমে মানুষ নিজের পরিবার, সমাজ এবং প্রকৃতির মঙ্গল কামনা করে।

চার দিনের কঠোর ব্রত, ভক্তিগীতি, প্রসাদ বিতরণ এবং ঘাটের সম্মিলিত প্রার্থনা সব মিলিয়ে ছটপুজো হয়ে ওঠে এক অনন্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব।

পরিশেষে বলা যায়, ছটপুজো শুধুমাত্র সূর্যদেবের আরাধনা নয়, এটি মানুষের বিশ্বাস, ভালোবাসা, ত্যাগ, সংযম এবং প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতার এক অপূর্ব প্রকাশ। উৎসবের এই পবিত্র আবহে সকলের প্রার্থনা একটাই; পরিবারে সুখ-শান্তি বজায় থাকুক, সকলের জীবন সুস্থ ও সুন্দর হয়ে উঠুক এবং সমাজে সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও দৃঢ় হোক।

ছটমাইয়ার আশীর্বাদে সকলের জীবন আলোকিত হয়ে উঠুক। জয় ছটমাইয়া!

ইজরায়েলের প্রকৃত ভবিষ্যৎ কী হতে চলেছে আগামী ২৮ দিনের মধ্যে — মজবুত সরকার নাকি আবার নির্বাচন!

মানস বন্দ্যোপাধ্যায়





ইসরায়েলের নির্বাচনে কোন গোষ্ঠী সংখ্যা গরিষ্ঠতা না পাওয়ায় মজবুত সরকার গঠনে যে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে, তাতে রাষ্ট্রপতি একটি গোষ্ঠীকে ডেকে সরকার গঠনের আহ্বান জানালেও সেটি প্রকৃত ইসরায়েলপন্থী সরকার হতে পারবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। এজন্য ২৮ দিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

নেতানিয়াহুর গুরুতর সতর্কবার্তা

তিনি বলেছেন, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট জাতীয় অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ানোয় ইসরায়েল এক বিপজ্জনক ভবিষ্যতের সম্মুখীন!

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং অভ্যন্তরীণ বিভাজনের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে একটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক সতর্কবার্তা দিয়েছেন, যা ইসরায়েলের জন্য ভবিষ্যতে কী অপেক্ষা করছে তার এক ভয়ঙ্কর চিত্র তুলে ধরেছে।

এক নাটকীয় বিবৃতিতে নেতানিয়াহু সতর্ক করে বলেন যে, প্যারিস ও ব্রাসেলসের রাস্তায় দেখা সহিংসতা ও অস্থিরতা জেরুজালেম, তেল আবিব, হাইফা এবং ইসরায়েলের অন্যান্য শহরে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে, তার তুলনায় ম্লান হয়ে যেতে পারে।

তাঁর বার্তাটি ছিল নিঃসন্দেহে জরুরি

‘এটি কাল্পনিক নয়। এগুলো ভয় দেখানোর কৌশল নয়। এটাই সেই বাস্তবতা যার মুখোমুখি আমরা হব, এবং তাই আমাদের অবশ্যই এটি থামাতে হবে, কারণ আমাদের জীবন এর উপর নির্ভর করে।’

নেতানিয়াহু আরও এক ধাপ এগিয়ে ঘোষণা করেন যে, এই ধরনের সরকারের অধীনে ইসরায়েল কোনোভাবেই টিকে থাকতে পারবে না।

এই বিবৃতিটি ইসরায়েলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করে যখন জাতীয় নিরাপত্তা, রাজনৈতিক অস্তিত্ব এবং জন গণের আস্থার মধ্যে সংঘাত ঘটে, তখন অভ্যন্তরীণ বিভাজন কতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে?

ইসরায়েল এমন সব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে যা রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশের চেয়েও বেশি কিছু দাবি করে। ক্রমবর্ধমান হুমকি মোকাবিলায় দেশটির সক্ষমতার জন্য জাতীয় ঐক্য, প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা, দায়িত্বশীল নেতৃত্ব এবং জন গণের আস্থা অপরিহার্য।

কিন্তু আরেকটি অস্বস্তিকর বাস্তবতা হলো, শুধু ভয় দেখিয়ে জাতীয় ঐক্য টিকিয়ে রাখা যায় না। এটি গড়ে তুলতে হবে জবাবদিহিতা, গণতান্ত্রিক বৈধতা এবং জনআস্থা অর্জনে সক্ষম একটি সরকারের মাধ্যমে।

যখন কোনো দেশের নেতৃত্ব সতর্ক করতে শুরু করে যে তাদের নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎই তাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে, তখন ঝুঁকির মাত্রা ইতিমধ্যেই অত্যন্ত বেশি থাকে।

নেতানিয়াহুর ২৮ দিনের কাউন্টডাউন সরকার গঠনের লড়াই তীব্র হওয়ায় ইসরায়েলের রাজনৈতিক সংঘাত আরও ঘনীভূত হচ্ছে!

ইসরায়েলের পরবর্তী সরকার গঠনের লড়াই একটি নির্ণায়ক পর্যায়ে প্রবেশ করছে, এবং বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে এমন একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে যিনি একটি শাসক জোট নিশ্চিত করতে প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগের গাদি আইজেনকোটকে সরকার গঠনের সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে দেয় না। আসল পরীক্ষা হলো, তিনি সংসদে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে এবং নেসেটের আস্থা অর্জনে সক্ষম একটি জোট গঠন করতে পারেন কি না।

এদিকে, নেতানিয়াহুর সমর্থকরা আলোচনা, রাজনৈতিক জোট এবং গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী পদ বণ্টনের উপর ভিত্তি করে একটি ২৮ দিনের কৌশল তুলে ধরছেন। প্রস্তাবিত ২৮-দিনের জোট কৌশল

দিন ১-৭: ধর্মীয় জোটকে সুরক্ষিত করা

অতি-গোঁড়া ইহুদি এবং ধর্মীয়-জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য শাস, ইউনাইটেড তোরাহ জুডাইজম এবং রিলিজিয়াস জায়োনিজমের সাথে আলোচনা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবে।

দিন ৮-১৪: রাজনৈতিক জোটের সম্প্রসারণ

প্রস্তাবিত কৌশলটি বৃহত্তর জোট আলোচনার দিকে মোড় নেয়, যার মধ্যে ওৎজমা ইয়েহুদিত, ইসরায়েল বেইতেইনু এবং ন্যাশনাল ইউনিটি অন্তর্ভুক্ত, যদিও এই দলগুলোর রাজনৈতিক স্বার্থ ও দাবি ভিন্ন।

দিন ১৫-২১: গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় নিয়ে লড়াই

প্রতিরক্ষা, অর্থ, পররাষ্ট্র এবং বিচার গুরুত্বপূর্ণ দর কষাকষির বিষয় হয়ে ওঠে। এই দপ্তরগুলোর বণ্টন নির্ধারণ করতে পারে যে রাজনৈতিক আলোচনা একটি কার্যকর সরকার গঠন করতে পারবে, নাকি প্রতিদ্বন্দ্বী উচ্চাকাঙ্ক্ষার চাপে তা ভেস্তে যাবে।

২২-২৮: দিন চূড়ান্ত পরীক্ষা

উদ্দেশ্য হবে জোট চুক্তি সম্পন্ন করা, প্রয়োজনীয় সংসদীয় সমর্থন নিশ্চিত করা এবং নেসেটের কাছে সরকার উপস্থাপন করা।

কিন্তু এর চেয়েও বড় রাজনৈতিক প্রশ্ন হলো নেতানিয়াহু কি আসলেই তা করে দেখাতে পারবেন?

নেতানিয়াহুর সমর্থকদের আত্মবিশ্বাস সুস্পষ্ট। তারা বিশ্বাস করেন যে তার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, জোট গঠনের দক্ষতা এবং ইসরায়েলের সংসদীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে তার জ্ঞান তাকে প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে এগিয়ে রাখে।

তবে, রাজনৈতিক আত্মবিশ্বাস আর সংসদীয় হিসাব-নিকাশ এক জিনিস নয়। প্রয়োজনীয় চুক্তি এবং নেসেটের সমর্থন নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো জোটই নিশ্চিত নয়।

আইজেনকোটের চ্যালেঞ্জও সমান গুরুত্বপূর্ণ তিনি যে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক স্বার্থগুলোকে একত্রিত করতে এবং তার ম্যান্ডেটকে একটি কার্যকর সরকারে রূপান্তরিত করতে পারেন, তা প্রমাণ করা।

ইসরায়েলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ঝুঁকির মুখে

এটি মন্ত্রী পদের জন্য কোনো সাধারণ লড়াই নয়। এটি রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা, জাতীয় নিরাপত্তা, নেতৃত্বের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং ইসরায়েলি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ স্থিতিশীলতা নিয়ে একটি প্রতিযোগিতা।

নেতানিয়াহুর সমর্থকরা ২৮ দিনের কৌশলগত আলোচনার ওপর বাজি ধরছেন। তাঁর বিরোধীরা আশা করছেন, জোট গঠনের তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভেস্তে যাবে।

একটি বিষয় নিশ্চিত চূড়ান্ত লড়াই কোনো ঘোষণা, রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণী বা সামাজিক মাধ্যমের আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে জেতা যায় না। এটি জেতা হয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে।

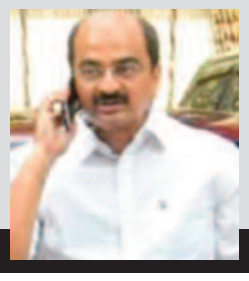
কী হতে চলেছে ২৮ দিনের মধ্যে? রাষ্ট্রপতির দেওয়া সময় সীমার মধ্যে মজবুত সরকার না হলে আবার নির্বাচন?

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

বড় হওয়া আর বড় হওয়ার অভিনয় করা এক নয়। অযোগ্যের যোগ্যতা প্রমাণে অভিনয় জরুরি, যোগ্যের তা অবাঞ্ছিত। বড় হওয়ার ভান করে অনেকেই, প্রকৃতপক্ষে বড় হয় কেউ কেউ।

কোট-আনকোট



প্রিয়রঞ্জনের মঞ্চে আমরা রাজনীতির কথা বলব না। এটা বহুত্ববাদী মঞ্চ। দলীয় রাজনীতির বাইরে এই মঞ্চকে বাঁচিয়ে রাখব। সেটা মাথায় রেখেই যাঁরা আসার আসবেন, না হলে আসতে হবে না। রাজনীতি বা জোটের প্রস্তাব আর আলোচনার জন্য পার্টি অফিস আছে। তবে কুণাল আমার ছোট ভাই, সে তার বক্তব্য রেখেছে। সেটাও তার গণতান্ত্রিক অধিকার। বলুক, নিশ্চয়ই বলবে।

প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির স্মরণমঞ্চে অমিতাভ চক্রবর্তী

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দঃ দিনাজপুল পেল স্থায়ী জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক



নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক বা ডিআই (প্রাইমারি) হিসেবে যোগ দিলেন অভিজ্ঞ আধিকারিক সানি মিশ্র। শুক্রবার তিনি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতির দপ্তরে গিয়ে নিজের নতুন দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগে সানি মিশ্র দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের দায়িত্বে ছিলেন। সেখান থেকে প্রশাসনিক বদলি করে তাঁকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়। দক্ষ প্রশাসক হিসেবে পরিচিত এই আধিকারিক যাবতীয় দাপ্তরিক প্রক্রিয়া সেরে এদিন নিজের নতুন কর্মস্থলে যোগ দেন। অতীতে এই জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের দায়িত্বে ছিলেন আবুল হাসান। তাঁর বদলির পর কিছু সময় জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সুজয় কৃষ্ণ মহন্ত অতিরিক্ত হিসেবে এই পদের কাজ সামলান। পরবর্তীতে জেলা শিক্ষা আধিকারিক (সমগ্র শিক্ষা মিশন) বাণীব্রত দাসকে ভারপ্রাপ্ত পরিদর্শকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। শুক্রবার তাঁর কাছ থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে চার্জ বুঝে নেন সানি মিশ্র। এদিকে নতুন ডিআই-এর যোগদানের খবর ছড়িয়ে পড়তেই জেলার বিভিন্ন শিক্ষক মহলে ও সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁকে আন্তরিক সংবর্ধনা জানানো হয়। শিক্ষক মহলের আশা, তাঁর এই প্রত্যাবর্তনে জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশাসনিক কাজকর্ম আরও বেশি গতিশীল ও শৃঙ্খলিত হবে। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, আগামী মঙ্গলবার তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে সমস্ত দায়িত্বভার বুঝে নেবেন। এ বিষয়ে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দুর্গেশ দেবনাথ সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, 'আজ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক পদে সানি মিশ্র যোগদান করলেন। জেলায় স্থায়ী পরিদর্শক যোগ দেওয়ায় আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের সামগ্রিক কাজের গতি অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে।' উল্লেখ্য, এর আগেও সানি মিশ্র এই জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের দায়িত্ব অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে পালন করেছিলেন।

শ্বশুরকে বাবা সাজিয়ে দীর্ঘদিন ভারতে বাস, ধৃত ১ বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: শ্বশুরকে বাবা সাজিয়ে দীর্ঘদিন ভারতে বসবাসের অভিযোগে অবশেষে পুলিশের জালে ৫০ বছরের বাংলাদেশের বাসিন্দা কাদের মণ্ডল। শ্বশুরকে নিজের বাবা পরিচয় দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ভারতে বসবাস করছিলেন বলে অভিযোগ। অবশেষে এক ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন ৫০ বছরের কাদের মণ্ডল। বৃহস্পতিবার সকালে নিজের এলাকা থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ধৃত কাদের মণ্ডলের বাড়ি হাবড়া থানার শিমুলপুর উপনে এলাকায়। জানা গিয়েছে, বেশ কয়েক বছর ধরেই ওই এলাকায় বসবাস করছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর পরিচয় নিয়ে সম্প্রতি প্রশ্ন ওঠে। এক ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি পুলিশের নজরে আসে। এরপর তদন্তের পর বৃহস্পতিবার সকালে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। নিজের মুখে পরিচয় সংক্রান্ত বিষয়টি স্বীকার করেন কাদের মণ্ডল। তাঁর বক্তব্য, শ্বশুরকে নিজের বাবা পরিচয় দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ভারতে বসবাস করছিলেন তিনি। এই পরিচয় গোপন রাখার পিছনে অন্য কারও ভূমিকা রয়েছে কি না তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তারের পর কাদের মণ্ডলকে আদালতে পেশ করে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে ধৃতকেপুলিশি হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।

বিজেপি কর্মী খুনের ঘটনায় আরও এক অভিযুক্ত গ্রেপ্তার



নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: পুরনো জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মী খুনের ঘটনায় পুলিশের জালে আরও এক অভিযুক্ত। দু'দিন পলাতক থাকার পর বৃহস্পতিবার রাতে অজয় নন্দীকে গ্রেপ্তার করল লাউদোহার ফরিদপুর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় এর আগে প্রসূন পাণ্ডে ও বিজয় নন্দী নামে আরও দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ফলে শ্যাম কুমার দাস খুনের ঘটনায় পুলিশের তদন্তে আরও এক ধাপ অগ্রগতি হল।

উল্লেখ্য, লোহার রড ও বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধরের জেরে মৃত্যু হয়েছিল ৩৫ বছর বয়সি বিজেপি যুব নেতা শ্যাম কুমার দাসের। তিনি পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার ৪ নম্বর মণ্ডলের যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এই নৃশংস ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল দুর্গাপুরের লাউদোহা থানার অন্তর্গত জব্বরপল্লি এলাকায়। পুরনো জমি বিবাদই এই খুনের নেপথ্যে রয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর থেকেই অজয় নন্দী পলাতক ছিল। অবশেষে বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশের তৎপরতায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। শুক্রবার ধৃতকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করার কথা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে গ্রেপ্তারের পর নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছে অজয়। তার দাবি, এই ঘটনায় তাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। অজয়ের বক্তব্য, তার দাদার সঙ্গে শ্যাম কুমার দাসের বচসা থেকেই ঘটনার সূত্রপাত। মারধরের ঘটনায় তার কোনও ভূমিকা নেই, বরং তার দাদাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে দাবি ধৃতের। তবে ধৃতের এই দাবি ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে। খুনের ঘটনায় ঠিক কার কী ভূমিকা ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।



রামজীবনপুরের মাতৃভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের কালীপুজো উপলক্ষে শতাধিক দুঃস্থ মানুষের হাতে শীতের কথা মাথায় রেখে কম্বল তুলে দিলেন ক্লাবের সদস্যরা।

চন্দ্রকোনার সুরের মাঠে প্রস্তুতি তুঙ্গে



নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী পুজো ও আনন্দমেলা উপলক্ষে আগামী ১৭ নভেম্বর চন্দ্রকোনার সুরের হাট মাঠে পুজো উদ্বোধনে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর সম্ভাব্য আগমনকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে সুরের হাট মাঠে উপস্থিত হন ঘাটাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সপ্তর্ষি ভট্টাচার্য, সার্কেল ইন্সপেক্টর, চন্দ্রকোনার বিধায়ক সুকান্ত দোলুই, চন্দ্রকোনা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রত্যয় দাস-সহ প্রশাসন ও পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা। মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে মাঠজুড়ে প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার তৎপরতা শুরু হয়েছে।

চন্দ্রকোনা থানার মানবিক উদ্যোগ



নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: কালীপুজো উপলক্ষে মানবসেবার উদ্যোগ নিল চন্দ্রকোনা থানা। থানার উদ্যোগে আয়োজিত নরনারায়ণ সেবায় সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হল প্রসাদ। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সপ্তর্ষি ভট্টাচার্য, চন্দ্রকোনা বিধানসভার বিধায়ক সুকান্ত দোলুই, চন্দ্রকোনা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রত্যয় দাস-সহ থানার অন্যান্য পুলিশকর্মীরা কালীপুজোর আনন্দ সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মানবসেবা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বার্তা তুলে ধরেন উদ্যোক্তারা।

চন্দ্রকোনা থানার এই মানবিক উদ্যোগে খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ। ধর্মীয় উৎসবের আবহে পুলিশের এই উদ্যোগ মানবিকতার এক সুন্দর দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

পোদ্দার প্রজেক্টস লিমিটেড

সিআইএন : L51909WB1963PLC025750
১৮ রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, ৯ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং : ০৩৩-২২২৫০৩৫২/৪১৪৭ **ইমেল :** investors@poddarprojects.com

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং ছয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী

(₹ লক্ষ টাকায়)

সকল	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			অর্ধবার্ষিক		সমাপ্ত বর্ষ
	৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৬.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
চলমান কার্যক্রম থেকে মোট আয়	২,১১৫.১৩	১,৬৬২.৮৯	১,৪২৮.৮৩	৩,৭৭৮.০২	৩,০৩৩.২০	৮,২৫২.৮৮
ব্যতিক্রমী দফাসমূহ এবং করের পূর্বে কার্যক্রম থেকে মুনাফা [+]/ক্ষতি[-]	১০২.৪৭	১৬২.১২	৩৭.২৯	২৬৪.৫৯	১৭৫.৬৪	৮৯১.৪০
চলমান কার্যক্রম থেকে কর পূর্ববর্তী কার্যক্রম হতে মুনাফা [+]/ক্ষতি[-]	১০২.৪৭	১৬২.১২	৭৭১.০৮	১,০৫২.৯৫	১৭৫.৬৪	৮৯১.৪০
চলমান কার্যক্রম থেকে সংশ্লিষ্ট সময়কালের মুনাফা [+]/ক্ষতি[-]	১৭.৯০	১১৭.০২	৩.৫৯	১৩৪.৯২	১০৩.৪৫	৬২২.৪৬
মোট সামগ্রিক আয়			-			১,৪০৩.৬৫
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (১০/- টাকা ফেস ভ্যালু বিশিষ্ট)	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫
অন্যান্য ইক্যুইটি						
প্রতিটি ১০/- টাকা মূল্যের শেয়ার প্রতি আয় (বার্ষিকীকৃত নয়) যার উৎস						
চলমান ও বন্ধ হয়ে যাওয়া কার্যক্রম						
মৌলিক (₹)	০.৬০	৩.৯৪	০.১২	৪.৫৪	৩.৪৮	২০.৯৩
মিশ্রিত (₹)	০.৬০	৩.৯৪	০.১২	৪.৫৪	৩.৪৮	২০.৯৩

দ্রষ্টব্য :

১. উপরোক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলসমূহ অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত হওয়ার পর **১৩ই নভেম্বর ২০২৬** তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

২. উপরোক্ত বিবরণীটি এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিলকৃত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের একটি সারসংক্ষেপ। ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইট www.poddarprojects.com-এও উপলব্ধ রয়েছে।

৩. এই ফলাফলসমূহ কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) বিধিমালা, ২০১৫ এবং তৎসহ জারিকৃত প্রাসঙ্গিক সংশোধনী বিধিমালার অধীনে নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (ইন্ড এএস) অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে।

৪. বর্তমান সময়কালের শ্রেণীবিভাগের সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য প্রয়োজন অনুসারে পূর্ববর্তী সময়কালের পরিসংখ্যানসমূহ পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ / পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশানুসারে
পোদ্দার প্রজেক্টস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
অরুণ কুমার পোদ্দার
(চেয়ারম্যান)
ডিআইএন : 01598304

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৩.১১.২০২৬

এমকে কনসালট্যান্টস লিমিটেড

সিআইএন নং. L74140WB1990PLC050229
নিবন্ধিত কার্যালয় : ৫বি, জাজেস কোর্ট রোড, আলিপুর হাইট, কলকাতা-৭০০ ০২৭
ফোন নং. ০৩৩-২৪৪৮৬০৬০ ইমেল : ইমেল আইডি support@emkayconsultants.com

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী

(টাকা)

বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩০.০৯.২০২৬	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩০.০৬.২০২৬	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩০.০৯.২০২৫	সমাপ্ত অর্ধবর্ষ ৩০.০৯.২০২৬	সমাপ্ত অর্ধবর্ষ ৩০.০৯.২০২৫	সমাপ্ত বর্ষ ৩১.০৩.২০২৬
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
চলমান কার্যক্রম থেকে মোট আয়	৮৭.৬৩	১৪৬.০১	১৩১.৯১	২৩৩.৬৩	২৫৭.২৩	৪৮১.৭৭
ব্যতিক্রমী দফাসমূহ এবং করের পূর্বে কার্যক্রম থেকে মুনাফা [+]/ক্ষতি[-]	(৪৯.৭৯)	৫৯.৩৪	৫০.২৯	৩.৬২	৮৩.৬৩	৯২.২১
চলমান কার্যক্রম থেকে কর পূর্ববর্তী কার্যক্রম হতে মুনাফা [+]/ক্ষতি[-]	(৪৯.৭৯)	৫৯.৩৪	৫০.২৯	৩.৬২	৮৩.৬৩	৯৩.৬১
চলমান কার্যক্রম থেকে সংশ্লিষ্ট সময়কালের মুনাফা [+]/ক্ষতি[-]	(৪৯.৭৯)	৫৯.৩৪	৫০.২৯	৩.৬২	৮৩.৬৩	৯৩.৬১
মোট সামগ্রিক আয়	(৪৯.৭৯)	৫৯.৩৪	৫০.২৯	৩.৬২	৮৩.৬৩	৯৩.৬১
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (১০/- টাকা ফেস ভ্যালু বিশিষ্ট)	৩০০.০৪	৩০০.০৪	৩০০.০৪	৩০০.০৪	৩০০.০৪	৩০০.০৪
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	-
প্রতিটি ১০/- টাকা মূল্যের শেয়ার প্রতি আয় (বার্ষিকীকৃত নয়)	(১.৬৫৯)	১.৯৭৮	১.৬৭৬	০.১২১	২.৭৮৭	৩.১২০
চলমান ও বন্ধ হয়ে যাওয়া কার্যক্রম থেকে						
মৌলিক (₹)	(১.৬৫৯)	১.৯৭৮	১.৬৭৬	০.১২১	২.৭৮৭	৩.১২০
মিশ্রিত (₹)	(১.৬৫৯)	১.৯৭৮	১.৬৭৬	০.১২১	২.৭৮৭	৩.১২০

দ্রষ্টব্য :

১. উপরোক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলসমূহ অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত হওয়ার পর ১৩ই নভেম্বর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

২. উপরোক্ত বিবরণীটি এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিলকৃত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের একটি সারসংক্ষেপ। ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ রয়েছে।

৩. এই ফলাফলসমূহ কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) বিধিমালা, ২০১৫ এবং তৎসহ জারিকৃত প্রাসঙ্গিক সংশোধনী বিধিমালার অধীনে নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (ইন্ড এএস) অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে।

৪. বর্তমান সময়কালের শ্রেণীবিভাগের সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য প্রয়োজন অনুসারে পূর্ববর্তী সময়কালের পরিসংখ্যানসমূহ পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ / পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে ও তরফে
স্বা/-
রাম চন্দ্র মঙ্গেশ কুলকার্নি
(সর্বক্ষণের ডিরেক্টর)
ডিআইএন : 07541770

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৩ই নভেম্বর, ২০২৬

সাহারা হাউজিংফিনা কর্পোরেশন লিমিটেড

সিআইএন : L18100WB1991PLC099782
নিবন্ধিত ও কর্পোরেট কার্যালয় : ৪৬, ড. সুন্দরী মোহন অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০১৪
ফোন : +৯১ ৩৩ ২২৮৯০১৪৮/৬৭০৮
ওয়েবসাইট : www.saharahousingfina.com; **ইমেল :** info.saharahousingfina@gmail.com

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারসংক্ষেপ
(ইপিএস ব্যতীত ₹ লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩০.০৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩০.০৬.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত অর্ধবর্ষ ৩০.০৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত অর্ধবর্ষ ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত বর্ষ ৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)
১.	মোট আয়	১৭৬.৪৫	১৬৫.৬৬	১৮২.৫৪	৩৪২.১১	৩৫৭.৬৮	৭১৬.৮৩
২.	কর ও ব্যতিক্রমী দফাসমূহের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সময়কাল/বর্ষের নিট মুনাফা	১৯.৯০	১৭.১৭	(৫.৪৩)	৩৭.০৭	১৯.৫৪	৩৯.৭২
৩.	কর পূর্ববর্তী কিন্তু ব্যতিক্রমী দফাসমূহের পরে সংশ্লিষ্ট সময়কাল/বর্ষের নিট মুনাফা	১৯.৯০	১৭.১৭	(৫.৪৩)	৩৭.০৭	১৯.৫৪	৩৯.৭২
৪.	কর ও ব্যতিক্রমী দফাসমূহের পরে সংশ্লিষ্ট সময়কাল/বর্ষের নিট মুনাফা	১৬.৬৯	১৬.৬০	(৩.৩৬)	৩৩.২৯	১৭.৯০	৩৪.৩৯
৫.	সংশ্লিষ্ট সময়কাল/বর্ষের মোট সামগ্রিক আয় [সংশ্লিষ্ট সময়কাল/বর্ষের নিট মুনাফা এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় অন্তর্ভুক্ত]	১৮.৬৮	১৮.৫৯	(৩.০১)	৩৭.২৭	১৮.৬০	৪২.৩৬
৬.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু প্রতি শেয়ার ১০/- টাকা)	৭০০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (₹-এ) (বার্ষিকীকৃত নয়)						
	(ক) মৌলিক (₹)	০.২৪	০.২৪	(০.০৪)	০.৪৮	০.২৬	০.৪৯
	(খ) মিশ্রিত (₹)	০.২৪	০.২৪	(০.০৪)	০.৪৮	০.২৬	০.৪৯

দ্রষ্টব্য :

১. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলসমূহ অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত হয়েছে এবং ১৩ই নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে ও কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ কর্তৃক সীমিত পর্যালোচনার (লিমিটেড রিভিউ) অধীনস্থ হয়েছে।

২. উপরোক্ত বিবরণীটি এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে দাখিলকৃত ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের একটি সারসংক্ষেপ। ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট: www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট: www.saharahousingfina.com-এ উপলব্ধ রয়েছে।

৩. এই আর্থিক ফলাফলসমূহ কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১৩৩ ধারার অধীনে নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ("ইন্ড এএস") এবং তৎসহ পঠিত উক্ত আইনের অধীনে জারিকৃত প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলি এবং ভারতে সাধারণভাবে গৃহীত অন্যান্য হিসাবরক্ষণ নীতিমালায় বর্ণিত স্বীকৃতি ও পরিমাপ নীতি অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে।

৪. ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজন অনুসারে পূর্ববর্তী বছর/ সময়কালের পরিসংখ্যানসমূহ পুনরায় বিবৃত / পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ / পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

সাহারা হাউজিংফিনা কর্পোরেশন লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সাধন সরকার
চেয়ারম্যান
ডিআইএন - 10519231

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৩ই নভেম্বর, ২০২৬

শালিমার ওয়্যারস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

সিআইএন : L74140WB1996PLC081521
নিবন্ধিত কার্যালয় : ২৫, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০১৩
টেলিফোন : ৯১-৩৩-২২৩৪৯৩০৮/০৯/১০, **ফ্যাক্স :** ৯১-৩৩-২২১১ ৬৮৮০
ইমেল আইডি : swilho@shalimarwires.com, **ওয়েবসাইট :** www.shalimarwires.com

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী

লক্ষ টাকায়

ক্র. নং	বিবরণ	সমাপ্ত ৩ মাস (৩০/০৯/২০২৬) অনিরীক্ষিত	সমাপ্ত ৩ মাস (৩০/০৬/২০২৬) অনিরীক্ষিত	সমাপ্ত ৩ মাস (৩০/০৯/২০২৫) অনিরীক্ষিত	সমাপ্ত ৬ মাস (৩০/০৯/২০২৬) অনিরীক্ষিত	সমাপ্ত ৬ মাস (৩০/০৯/২০২৫) অনিরীক্ষিত	সমাপ্ত বর্ষ (৩১/০৩/২০২৬) নিরীক্ষিত
১	কার্যক্রম থেকে মোট আয়	৪,৩৪৮.৩৬	৩,৭৩৯.৪৬	৩,৫৯৮.১৭	৮,০৮৭.৮২	৬,৮৮২.১৪	১৪,২১৯.১৯
২	সংশ্লিষ্ট সময়কালের নিট মুনাফা / (ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফাসমূহের পূর্বে)	২৯৩.৬৬	২১৯.৭৫	১৪৮.৩২	৫১৩.৪১	২৪৯.৬৮	৭৬৯.৫৯
৩	কর পূর্ববর্তী সংশ্লিষ্ট সময়কালের নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফাসমূহের পরে)	২৯৩.৬৬	২১৯.৭৫	১৪৮.৩২	৫১৩.৪১	২৪৯.৬৮	৫৮১.৯৮
৪	কর পরবর্তী সংশ্লিষ্ট সময়কালের নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফাসমূহের পরে)	২৯৩.৬৬	২১৯.৭৫	১৪৮.৩২	৫১৩.৪১	২৪৯.৬৮	৫৮১.৯৮
৫	সংশ্লিষ্ট সময়কালের মোট সামগ্রিক আয় [সংশ্লিষ্ট সময়কালের মুনাফা / (ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত]	২৯৩.৬৬	২১৯.৭৫	১৪৮.৩২	৫১৩.৪১	২৪৯.৬৮	৫৯৫.৪৮
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	৩,৬৮৪.৬২	-	৩,৯৭৮.২৮	৩,১১৯.০৭	৩,৪৬৪.৮৭
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ২/- টাকা মূল্যের) (চলমান ও বন্ধ হয়ে যাওয়া কার্যক্রমের জন্য) -						
	মৌলিক :	০.৬৯	০.৫১	০.৩৫	১.২০	০.৫৮	১.৩৬
	মিশ্রিত :	০.৬৯	০.৫১	০.৩৫	১.২০	০.৫৮	১.৩৬

দ্রষ্টব্য :

উপরোক্ত বিবরণীটি এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে দাখিলকৃত ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ২য় ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের একটি সারসংক্ষেপ। কোম্পানির ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট কোম্পানি এবং স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ)-এর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

শালিমার ওয়্যারস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
সুনীল খৈতান
চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএন নং 00385961

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৩ই নভেম্বর, ২০২৬

লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয় : কাকারিয়া এস্টেট, ৫ম ফ্লোর, ৬, লিটল রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন নং. ২২৮৮০০৬৪ ইমেল: info@ludlowjute.com ওয়েবসাইট: www.ludlowjute.com
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর (CIN) L65993WB1979PLC032394

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী

শেয়ার প্রতি তথ্য ব্যতীত ₹ লক্ষ টাকায়

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন			কনসোলিডেটেড		
		সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩০.০৯.২০২৬	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩০.০৯

ট্রেনের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু মা ও মেয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: শুক্রবার সকালে বর্ধমান-আসানসোল রেলপথে পূর্ব বর্ধমান জেলার খানা জংশন স্টেশনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃতদের নাম পূজা দাস (৩০) এবং তাঁর মেয়ে পল্লবী দাস (১২)। তাঁদের বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটের কৃষ্ণবাটি গ্রামে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মেয়ে পল্লবীকে নিয়ে গলসির খানা গ্রামে মাসির বাড়িতে ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে গিয়েছিলেন পূজা। শুক্রবার সকালে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি ফেরার জন্য খানা জংশন স্টেশনে পৌঁছান তিনি। বর্ধমান স্টেশনে এসে সেখান থেকে ট্রেন ধরে নিগনে ফেরার কথা ছিল। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সেই সময় সিগন্যালের দিকে নজর না দিয়ে রেললাইন পারাপার করতে যান মা ও মেয়ে। ঠিক তখনই ডাউন আসানসোল-শিয়ালদা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু'জনের। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বর্ধমান স্টেশনের জিআরপি ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ দুটি উদ্ধার করে। খবর পেয়ে পূজার পরিবারের সদস্যরা বর্ধমান স্টেশনে পৌঁছে তাঁদের দেহ শনাক্ত করেন। পরে দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। একই পরিবারের দু'জনের এমন আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে মঙ্গলকোটের কৃষ্ণবাটি ও খানা গ্রামে।

চন্দননগরে মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থলের কাছে সন্দেহজনক গাড়ি

মালিকের হদিশ না মেলায় আর্থ মুভার দিয়ে সরাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শুক্রবার চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দিতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সফরকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই গোটা শহরে নজিরবিহীন নিরাপত্তার বলয় তৈরি করেছে প্রশাসন। এরই মাঝে প্রধান সভাস্থল মেরির মাঠ সংলগ্ন এলাকায় একটি মালিকহীন সন্দেহভাজন চারচাকা গাড়িকে ঘিরে



সাময়িক চাঞ্চল্য ছড়ায়। মেরির মাঠের বাইরে একটি বন্ধ চারচাকা গাড়ি দীর্ঘক্ষণ ধরে পার্ক করা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন নিরাপত্তারক্ষীরা। পুলিশের তরফে বারবার মাইকিং করে গাড়ির মালিককে সেটি সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও কারও সাড়া মেলেনি। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তায় কোনওরকম ফাঁক রাখতে নারাজ প্রশাসন। ট্র্যাফিক গার্ডের সহায়তায় দ্রুত ঘটনাস্থলে একটি আর্থ মুভার মেশিন এনে গাড়িটিকে তুলে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায়।

উল্লেখ্য, এ দিন বিকেলে হেলিকপ্টারে চন্দননগরের কুঠির মাঠে নামবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে মানকুণ্ডু সার্কাস মাঠের পুজো মণ্ডপ পরিদর্শন করে তিনি মেরির মাঠে জগদ্ধাত্রী পুজোর মেগা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। সভার কাজ সেরে চন্দননগর স্ট্যান্ড ধরে রানিঘাটে গিয়ে আরতিতে অংশ নেওয়ার পর ভেসেলে চেপে জগদ্দলের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী।

অবৈধ দখলমুক্ত করতে অভিযান চলবে: দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: অবৈধ দখলদারী থেকে সরকারি জমি উদ্ধারের লক্ষ্যে প্রশাসনের অভিযান জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার খড়্গপুরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'বেআইনিভাবে ফুটপাত দখলকারী ব্যক্তি সাধারণ নাগরিক কিংবা প্রভাবশালী যেই হন না কেন আইন সকলের জন্য সমান। সরকারি জায়গা দখল করে নির্মাণ কাজ করে থাকলে তাতে সাধারণ মানুষের অনেক সমস্যা হয়। ফুটপাত দখল হয়ে গেলে সাধারণ জনজীবন যেমন ব্যাহত হয় তেমনি সাধারণ মানুষের অধিকারকেও খর্ব করা হয়। তাই রাস্তা ও ফুটপাত দখলমুক্ত করে নাগরিক পরিষেবা সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে রাজ্য প্রশাসনের ফুটপাত দখলমুক্ত করার অভিযান অব্যাহত থাকবে।' তিনি আরও বলেন, 'কোন সরকার কিভাবে সরকারি জায়গার উপর অবৈধভাবে নির্মাণ করতে দিয়েছে কিংবা ফুটপাত তখন করে ব্যবসা করা মেনে নিয়েছে এই সরকার তা দেখবে না। ফুটপাত দখল মুক্ত করে নাগরিক পরিষেবা ও সাধারণ জনজীবনে স্বাচ্ছন্দ ফিরিয়ে আনাই এই সরকারের লক্ষ্য।'

দুর্গাপুরে ৫০০ ছট ব্রতীকে পুজোর সামগ্রী, শাড়ি বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ছট পুজো উপলক্ষে ছট ব্রতীদের পাশে দাঁড়াল দুর্গাপুর মহা ছট সেবা সমিতি। সমিতির পরিচালনায় এবং দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুইয়ের উদ্যোগে দুর্গাপুরের ক্ষুদিরাম ময়দানে ছট ব্রতীদের হাতে ছট পুজোর সামগ্রী ও নতুন শাড়ি তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে মোট ৫০০ জন ছট ব্রতীর হাতে পুজোর সামগ্রী বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুই, জেলা মহিলা মোর্চার নেত্রী মনীষা শিকদার, জেলা ভারতীয় মজদুর সংঘের সম্পাদক মৃন্ময় ব্যানার্জি-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুই জানান, তাঁর বিধানসভা এলাকার প্রায় ৭ হাজার ছট ব্রতীর হাতে ছট পুজোর সামগ্রী তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দুর্গাপুরের সার্বিক মঙ্গল কামনায় পুজোয় অংশ নেন। এদিন এক প্রবীণ মহিলার হাতে দক্ষিণা ও পুজোর ডালা তুলে দিয়ে ছট মায়ের কাছে সকলের মঙ্গল কামনা করেন তিনি।

দ্য গ্রোব টি কোং লিমিটেড

সিআইএন: L74110WB1895PLC000963
নিবন্ধিত কার্যালয় : "হট স্ট্রিট", ৯ম ফ্লোর, ৮৬এ, তপসিয়া রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৬
ফোন নং +৯১-৩৩-৪০০৩-১৩২৫/২৬, ইমেল: grobtea@rawalwasia.co.in, ওয়েবসাইট : www.grobtea.com

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারসংক্ষেপ

(₹ লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
		সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত ষাণ্মাসিক		সমাপ্ত বর্ষ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত ষাণ্মাসিক		সমাপ্ত বর্ষ
		৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৬.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬	৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৬.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	পরিচালন কার্যক্রম থেকে মোট আয় (নিট)	৪৩৯২.২১	২৪৫০.৭২	৪০৩৪.১৬	৬৮৪২.৯৩	৬০৩১.৯১	১২০৮৯.৪৯	৫৬৫৬.৭১	২৪৫০.৭২	৪০৩৪.১৬	৮১০৭.৪৩	৬০৩১.৯১	১২০৮৯.৪৯
২	কর, ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ দফা পূর্ববর্তী সংশ্লিষ্ট সময়কালের নিট মুনাফা	১৪৫৪.২৮	৩২৬.৮৫	১৬৩১.৬৮	১৭৮১.১৩	১৭৬৭.০৭	৭৫৯.৪৪	১৮৩২.৮৪	৩২৬.৮৫	১৬৩১.৬৮	২১৫৯.৬৯	১৭৬৭.০৭	৭৫৯.৪৪
৩	ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ দফা পরবর্তী কর পূর্ববর্তী সংশ্লিষ্ট সময়কালের নিট মুনাফা	১৪৫৪.২৮	৩২৬.৮৫	১৬৩১.৬৮	১৭৮১.১৩	১৭৬৭.০৭	৭০৯.১৮	১৮৩২.৮৪	৩২৬.৮৫	১৬৩১.৬৮	২১৫৯.৬৯	১৭৬৭.০৭	৭০৯.১৮
৪	কর, ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ দফা পরবর্তী সংশ্লিষ্ট সময়কালের নিট মুনাফা	১৪৫৪.২৮	৩২৬.৮৫	১৬৩১.৬৮	১৭৮১.১৩	১৭৬৭.০৭	৫৭৫.২৪	১৮৩২.৮৪	৩২৬.৮৫	১৬৩১.৬৮	২১৫৯.৬৯	১৭৬৭.০৭	৫৭৫.২৪
৫	সংশ্লিষ্ট সময়কালের জন্য মোট সামগ্রিক আয় (কর পরবর্তী সংশ্লিষ্ট সময়কালের মুনাফা এবং কর পরবর্তী সংশ্লিষ্ট সময়কালের অন্যান্য সামগ্রিক আয় অন্তর্ভুক্ত)	১৪৪৫.৭৯	৩৭৭.১৫	১৬০৭.২৬	১৮২২.৯৪	১৭৪৫.৬৬	৫৪০.০৯	১৮৭৭.৮৪	৩৭৭.১৫	১৬০৭.২৬	২২৫৪.৯৯	১৭৪৫.৬৬	৫৪০.০৯
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩
৭	সংরক্ষণ (পূর্ববর্তী হিসাববর্ষের স্থিতিপত্র অনুযায়ী পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)		—		—	—	৯১৬৪.৭৩		—		—	—	৯১৬৪.৭৩
৮	ক) শেয়ার প্রতি আয় (চালু ও বন্ধ হওয়া কার্যক্রমের জন্য প্রতিটির ফেস ভ্যালু ₹ ১০/-): ১. ব্যতিক্রমী দফা পূর্ববর্তী মৌলিক ও মিশ্রিত ইপিএস	১২৫.১২	২৮.১২	১৪০.৩৮	১৫৩.২৪	১৫২.০৩	৪৯.৪৯	১৫৭.৬৯	২৮.১২	১৪০.৩৮	১৮৫.৮১	১৫২.০৩	৪৯.৪৯
	২. ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী মৌলিক ও মিশ্রিত ইপিএস	১২৫.১২	২৮.১২	১৪০.৩৮	১৫৩.২৪	১৫২.০৩	৪৯.৪৯	১৫৭.৬৯	২৮.১২	১৪০.৩৮	১৮৫.৮১	১৫২.০৩	৪৯.৪৯

দ্রষ্টব্য:
১) উপরোক্ত অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলগুলি ১৩ই নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় নিরীক্ষা কমিটি (অডিট কমিটি) কর্তৃক পর্যালোচিত হয়েছে এবং তৎপরবর্তী সময়ে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সংশোধিত এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক (স্ট্যাটুটরি অডিটর) এই ফলাফলগুলি পর্যালোচনা করেছেন।
২) কোম্পানির স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলগুলি সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) বিধিমালা, ২০১৫-এর অধীনে বিজ্ঞাপিত ইন্ড এএস-এর স্বীকৃতি ও পরিমাপ নীতিমালা অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।
৩) ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক চলাকালীন, মূল কোম্পানি ২৮শে জুলাই, ২০২৬ তারিখে বাজালনি গ্রুপ লিমিটেডের ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেছে। সেই অনুযায়ী ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলগুলিতে নিয়ন্ত্রণ অর্জনের তারিখ থেকে উক্ত সহায়ক সংস্থার (সাবসিডিয়ারি) আর্থিক কার্যকারিতা এবং অবস্থান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
৪) চলতি সময়কালের পরিসংখ্যানের সাথে তুলনাযোগ্য করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পূর্ববর্তী সময়কালের পরিসংখ্যানগুলি পুনর্বিন্যাস/পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৩ই নভেম্বর, ২০২৬

পর্ষদের পক্ষে এবং তরফে
স্বা/-
(প্রদীপ কুমার আগরওয়াল)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(ডিআইএন : 00703745)

লা ওপালা আরজি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ইকো সেন্টার, ৮ম ফ্লোর, ইএম - ৪, সেক্টর - ৫, কলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন নং : +৯১ ৭৬০৪০ ৮৮৮১৪/৫/৬/৭, ইমেইল : info@laopala.in, www.laopala.in
CIN : L26101WB1987PLC042512

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবার্ষিকের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুসারে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবার্ষিকের জন্য কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৩ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবার্ষিকের ফলাফলের একটি ''সীমিত পর্যালোচনা'' সম্পন্ন করেছেন।

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবার্ষিকের ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইটে অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড (www.bseindia.com) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবপেজ **https://laopala.in/uploads/documents/LORG_BM_Outcome_13112026_F.pdf**-এ উপলব্ধ এবং নীচের QR কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

তারিখ : ১৩ নভেম্বর, ২০২৬
স্থান : কলকাতা

পরিচালনা পর্ষদের আদেশানুসারে
লা ওপালা আরজি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অজিত ঝুনঝুনওয়ালা
ভাইস চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএন : ০০১১১৮৭২

ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেড

সিআইএন : L65993WB1970PLC027781
নিবন্ধিত কার্যালয় : ২৭বি ক্যামাক স্ট্রিট (৮ম ফ্লোর), কলকাতা - ৭০০০১৬
ফোন নং. (০৩৩) ২২৮৭-৯৩৫৯/৯৩৬০, ফ্যাক্স নং. (০৩৩) ২২৮৭-২০৪৭
ইমেল : unitedcreditltd@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.unitedcreditltd.com

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারসংক্ষেপ

(₹ লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩০.০৯.২৬	সমাপ্ত অর্ধবর্ষ ৩০.০৯.২৬	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩০.০৯.২৫
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত
১	কার্যক্রম থেকে মোট আয়	৮০.৬৯	১৫৮.৫৫	৭৬.৪৯
২	সংশ্লিষ্ট সময়কালের নিট মুনাফা / (ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফাসমূহের পূর্বে)	১৮.৩১	৪২.৭৬	২৯.৬৯
৩	কর পূর্ববর্তী সংশ্লিষ্ট সময়কালের নিট মুনাফা / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফাসমূহের পরে)	১৮.৩১	৪২.৭৬	২৯.৬৯
৪	কর পরবর্তী সংশ্লিষ্ট সময়কালের নিট মুনাফা / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফাসমূহের পরে)	১৪.৪১	৩৩.৭৯	২৩.০৯
৫	সংশ্লিষ্ট সময়কালের মোট সামগ্রিক আয় [সংশ্লিষ্ট সময়কালের মুনাফা / (ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত]	১৪.৪১	৩৩.৭৯	২৩.০৯
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫৪৯.৩০	৫৪৯.৩০	৫৪৯.৩০
৭	৩১শে মার্চ সমাপ্ত পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে প্রদর্শিত সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)			
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকা মূল্যের) (চলমান ও বন্ধ হয়ে যাওয়া কার্যক্রমের জন্য) - (i) মৌলিক	০.২৭	০.৬৩	০.৪৩
	(ii) মিশ্রিত	০.২৭	০.৬৩	০.৪৩

দ্রষ্টব্য :
i) উপরোক্ত বিবরণীটি এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে দাখিলকৃত ৩০.০৯.২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের একটি সারসংক্ষেপ।
ii) ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং www.cse-india.com-এ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.unitedcreditltd.com-এও উপলব্ধ রয়েছে।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৩ই নভেম্বর, ২০২৬

পর্ষদের আদেশানুসারে
(এ. কে. ডাবরিওয়াল)
চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএন : 00024498

এনপিআর ফাইন্যান্স লিমিটেড

সিআইএন-L65921WB1989PLC047091
নিবন্ধিত কার্যালয়:- অ্যাডভেন্টজ ইনফিনিটি@৫, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, সাউথ উইং, বিএন ব্লক, স্ট্রিট নং ১৮, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০ ০৯১ ফোন নং. ০৩৩-৪৮৪৯ ৬৪৯০
ইমেল আইডি-npr1@nprfinance.com, ওয়েবসাইট-www.nprfinance.com

অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী
৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের ₹ লক্ষ টাকায়

ক্র. নং	বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত ষাণ্মাসিক		সমাপ্ত বর্ষ
		৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৬.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	পরিচালন কার্যক্রম থেকে মোট আয়	১২১.৪৮	১০৫.০৬	১৪৫.৫৫	২২৬.৫৪	২৫৮.১০	৫০৪.৪৬
২	সংশ্লিষ্ট সময়কালের জন্য নিট মুনাফা / (ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফা# পূর্ববর্তী)	৩২.৮২	২০.১৪	(৪.২৮)	৫২.৯৬	৮.৫৩	২৬.১৫
৩	কর পূর্ববর্তী সংশ্লিষ্ট সময়কালের নিট মুনাফা / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফা# পরবর্তী)	৩২.৮২	২০.১৪	(৪.২৮)	৫২.৯৬	৮.৫৩	২৬.১৫
৪	কর পরবর্তী সংশ্লিষ্ট সময়কালের নিট মুনাফা / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফা# পরবর্তী)	১৭.১০	২০.২১	(১১.৫৮)	৩৭.৩১	২.৮৪	২০.৮৩
৫	সংশ্লিষ্ট সময়কালের জন্য মোট সামগ্রিক আয় [সংশ্লিষ্ট সময়কালের মুনাফা / (ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত]	১৭.১০	২০.২১	(১১.৫৮)	৩৭.৩১	২.৮৪	(৯৮.৭৩)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)	৪,৩৪৭.৪৬	৪,৩৩০.৩৬	৪,৪১২.৬৮	৪,৩৪৭.৪৬	৪,৪১২.৬৮	৪,৩১০.১৫
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটির মূল্য ₹ ১০/-) (চালু এবং বন্ধ হওয়া কার্যক্রমের জন্য) - ক. মৌলিক :	০.২৯	০.৩৪	(০.১৯)	০.৬২	০.০৫	০.৩৫
	খ. মিশ্রিত :	০.২৯	০.৩৪	(০.১৯)	০.৬২	০.০৫	০.৩৫

দ্রষ্টব্য :
(১) উপরোক্ত ফলাফলগুলি ১৩ই নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় নিরীক্ষা কমিটি (অডিট কমিটি) কর্তৃক পর্যালোচিত হয়েছে এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
(২) উপরোক্ত বিবরণীটি এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে বিএসই লিমিটেডে দাখিলকৃত ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারসংক্ষেপ। ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (http://www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (http://www.nprfinance.com) উপলব্ধ রয়েছে।
(৩) বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ (স্ট্যাচুটরি অডিটরস) ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলগুলির সীমিত পর্যালোচনা (লিমিটেড রিভিউ) সম্পন্ন করেছেন।
(৪) চলতি সময়কালের উপস্থাপনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পূর্ববর্তী সময়কালের পরিসংখ্যানগুলি পুনঃশ্রেণীবদ্ধ/পুনর্গঠন/পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

তারিখ : ১৩ই নভেম্বর, ২০২৬
স্থান : কলকাতা

পর্ষদের আদেশানুসারে
এনপিআর ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর পক্ষে
পবন কুমার টোডি
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএন-00590156

ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিমিটেড

সিআইএন - L15520WB1960PLC024710
নিবন্ধিত কার্যালয় : "এলপি কোর্ট", ৩য় ফ্লোর, ২২৫সি, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০, প.ব.
ফোন : (০৩৩) ২২৮১-৭০০১, **ওয়েবসাইট :** www.obl.org.in, **ইমেল :** cs@obl.org.in

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর সারসংক্ষেপ

(₹ লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
		সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত ষাণ্মাসিক		সমাপ্ত বর্ষ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত ষাণ্মাসিক		সমাপ্ত বর্ষ
		৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৬.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬	৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৬.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	পরিচালন কার্যক্রম থেকে মোট আয়	৪,৯৭৬	৫,০৫৯	৩,৮৬৬	১০,০৩৫	৮,১৪৪	১৬,৭০৩	৫,৫৪৯	৫,৫৪৯	৪,৩৮৯	১১,০৯৮	৯,৩২৯	১৮,৭৭৯
২	সংশ্লিষ্ট সময়কালের জন্য নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফা পূর্ববর্তী)	২৮৫	৩০৫	১৩১	৫৯০	৩৯০	৭৬৬	২০৪	২৯৪	১০৫	৪৯৮	৩৫০	৫৮৪
৩	কর পূর্ববর্তী সংশ্লিষ্ট সময়কালের নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফা পরবর্তী)	২৮৫	৩০৫	১৩১	৫৯০	৩৯০	৭৬৬	২০৪	২৯৪	১০৫	৪৯৮	৩৫০	৫৮৪
৪	কর পরবর্তী সংশ্লিষ্ট সময়কালের নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফা পরবর্তী)	২১৫	২২২	৯৯	৪৩৭	২৮৩	৫৬৭	১৩৪	২১১	৭৩	৩৪৫	২৪৩	৩৮৪
৫	সংশ্লিষ্ট সময়কালের জন্য মোট সামগ্রিক আয় [সংশ্লিষ্ট সময়কালের মুনাফা/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত]	২২৩	২৩০	১০১	৪৫৩	২৮৭	৫৯৯	১৪২	২১৯	৭৫	৩৬১	২৪৭	৪১৬
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.

কাজিরাঙায় ট্র্যাভেলার ও কন্টেনার ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ২৩

গোলাঘাট (অসম), ১৩ নভেম্বর: অসমের কাজিরাঙায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। মিনিবাস এবং ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে কমপক্ষে ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে। তবে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আহত হয়েছেন সাত জন। প্রাথমিক সূত্রে জানা গিয়েছে, যাত্রীবাহী ট্র্যাভেলারটি (এএস-০২এসি-৬৬৯০) বোকাখাত থেকে নগাঁওয়ের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি কন্টেনার ট্রাকের (কেএ-০১এটি-০৯৭৭) সঙ্গে সেটির সজোরে সংঘর্ষ হয়। জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্র্যাভেলারটিতে মোট ৩৫ জন যাত্রী সওয়ার ছিলেন,



যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই পড়ুয়া।

সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে ট্র্যাভেলারটি সম্পূর্ণ ভাবে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। গাড়ির ভেতরে বহু যাত্রী আটকে থাকার আশঙ্কায় স্থানীয় বাসিন্দা এবং পুলিশকর্মীরা যৌথ ভাবে তৎক্ষণাৎ উদ্ধারকাজ শুরু করেন। সংঘর্ষের অভিঘাত এতটাই জোরালো ছিল যে, ঘটনাস্থলেই অনেকের মৃত্যু হয়। উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে আরও কয়েক জনের মৃত্যু হয়।

এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনা আগে কখনও দেখেননি। গাড়ির ভিতরে আটকে থাকা যাত্রীদের উদ্ধারের জন্য স্থানীয়েরা ঝাঁপিয়ে পড়েন। বাসটির সামনের দিক এমন ভাবে দুমড়েমুচড়ে গিয়েছিল যে, ভিতরে আটকে পড়েন যাত্রীরা। তাঁদের উদ্ধার করতে যথেষ্ট বেগ পতে হয়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দল আসে। জানা গিয়েছে, যে ট্রাকের সঙ্গে বাসের ধাক্কা লাগে সেটি কর্নাটকের। বাসে থাকা বেশির ভাগ যাত্রীই কলেজপড়ুয়া। আহতদের উদ্ধার করে কোহরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

সূত্রের খবর, ট্রাভেলার বাসটি আগেও ট্র্যাফিক আইন ভেঙেছিল। তার জন্য ১২ বার ট্র্যাফিক আইন ভাঙার জন্য সাড়ে ৩৮ হাজার টাকা জরিমানাও দিতে হয়েছে।

NOTICE INVITING e-TENDER

TENDER ID: 2026_WBP_5085675_1 DATED-12/11/2026 TENDER REFERENCE NUMBER:CPCPC/NIT07/2026-27 **WORK TITLE:** SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF GYMNASIUM EQUIPMENT/ARTICLES FOR COMMISSIONERATE HEADQUARTER BID CLOSING DATE: **30/11/2026** FOR MORE DETAILS LOG ON TO: **https://tenders.wb.gov.in/**

COMMISSIONER OF POLICE CHANDANNAGAR POLICE COMMISSIONERATE

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৩৫৩/৯৮৭৪০ ৯২২২০

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (II), খড়্গপুর দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **ই-টেন্ডার নোটিশ নং:** এম_আরএসপি_আরওএইচ_২৬। **কাজের নাম ও তার অবস্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** আরএসপি-এর অধীনে ওয়াগন ডিপো, নিমপুরা -তে ২২২০টি ওয়াগনের আরওএইচ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ₹৬,১১,৫২,৩৫৪.১০। **বায়না মূল্য:** ₹১২,২৩,১০০.০০। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০৭/১২/২০২৬, তারিখে ১৫:০০ টায়। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও বিস্তারিত তথ্য: www.ireps.gov.in**। বিডিং শুরু হওয়ার তারিখ: ২৩/১১/২০২৬। **(PR-1008)**

BANKRA GOKUPUR GRAM PANCHAYAT P.O.-Goaldaha, North 24th pgs.

NITs has been invited by the, Bankra Gokupur GP under Swarupnagar Development Block, 24th Pgs.(N) on 13.11.2026 vide **NIT No. 190/BGGP/e_T-001/2026-27, fund - 15th FC Tied/2025-26, NIT No. 191/BGGP/e_T-002/2026-27, fund - 15th FC untied/2025-26, NIT No. 194/BGGP /e_T-003/2026-27, fund - 5th SFC/2023-24** and **NIT No. 195/BGGP/e_T-004/2026-27, fund - 5th SFC/2023-24**, Last date of bid submission for all 4 NITs is **25.11.2026 up to 2.00 PM.** Website for details **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- E.A. – in - charge
Bankra Gokupur Gram Panchayat

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata-700028

DUM DUM MUNICIPALITY HAS published 02 no of E-tenders in the Govt website: **"wbtenders.gov.in."** related to REPAIRING AND PAINTING WORK OF LIBRARIES (ward 1 and 4) UNDER DUM DUM MUNICIPALITY – Govt Fund. vide memo no **999/ADMIN/DDM/GEN/26-27, Dtd 06/11/2026.** Published on **13/11/2026**. The Last date for dropping Bids is 21/11/2026. Techno commercial Bids opening is on **23/11/2026.**

Sd/- Administrator
Dum Dum Municipality

Office of the
Tenya-Baidyapur Gram Panchayat
P.O-Tenya : P.S-Salar : Dist-Murshidabad
Date Corrigendum

1) E-Tender Notice No : 002/TBGP/2026-27 : Date: 06/11/2026
Memo No: 279/TBGP/2026 : Date: 06/11/2026.
Tender Ids:- 2026_ZPHD_5084772_1 to 2026_ZPHD_5084772_5
Due to non submission of minimum bid, the above noted N.I.T has been revised as follows:-

Description	Old Date & Time	New Date & Time
Last date and time for submission of e-tender	13/11/2026 up to 4.00 P.M (As per server clock)	Upto 18/11/2026 Up to 3.55 PM. (as per Server clock)
Date of opening of Tender	A) Technical bids : Date 16/11/2026. After 4.00 PM (as per server clock) B) Financial bids: To be announced later on.	A) Technical bids : Date- 20/11/2026 After 4.00 PM (as per server clock) B) Financial bids: To be announced later on.

The other terms and conditions as per N.I.T are remain unchanged. By Order:-
Sd/- Prodhan
Tenya-Baidyapur Gram Panchayat

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
A Statutory Authority of the Government of West Bengal (Under Urban Development & Municipal Affairs Department)
Vivekananda Sarani, Senraleigh Road, Near Kalyanpur Housing More, Asansol - 713305

PUBLICATION OF ABRIDGE NOTICE
Memo- ADDA/DGP/CS-14/26-27/118 Date: 06/II/2026

The Asansol Durgapur Development Authority (ADDA) publishes a public notice in the Official Gazette of the approval of the amendment of the LUDCP prepared in respect of its Development Control portion and, in exercise of the power conferred by sub-section (3) of Section 38 of the West Bengal Town and Country (Planning and Development) Act, 1979, the said amendment of the LUDCP shall come into operation from the date of publication of the aforesaid notice in the Kolkata Gazette Extraordinary. Details of the notification are available at the offices of the CEO, ADDA in Durgapur and Asansol, and on the official websites of UD & MA, GoWB **(https://udma.wb.gov.in)** and ADDA **(https://addaonline.in)** for public scrutiny.

Sd/-
CEO, ADDA

সন্ধান চাই



শিশুটির বিবরণ :-
নাম: অজ্ঞাত @ পরী, বয়স: ২ মাস (আনুমানিক), লিঙ্গ: মেয়ে, গঠন: মাঝারী, ওজন: ২ কেজি ৭৮০ গ্রাম, উচ্চতা: ৫০ সেমি, মুখের গঠন: গোলাকৃতি, গায়ের রং: উজ্জ্বল, চুলের রং : কালো, চোখের মনির রং: কালো, বেবি স্যুট, প্রাপ্তির স্থান: বেথুয়া-ডহরী স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, প্রাপ্তির তারিখ: ১০/০৯/২০২৬। যদি উক্ত শিশুটির জন্মদাতা পিতামাতা বা আইনস্বীকৃত অভিভাবক থেকে থাকেন তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যথোপযুক্ত প্রমাণ সহ যোগাযোগ করবেন অন্যথা উল্লেখিত দিনের মধ্যে কোনো দাবিদার না পেলে শিশুটির দত্তক দেওয়ার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে। এই শিশুটিকে বর্তমানে সিডব্লিউসি (CWC) নদীয়া এর তত্ত্বাবধানে রাখা আছে, যোগাযোগের বিশদ বিবরণ- জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট (DCPU), রুমনম্বর-৩০৯, তৃতীয়তল, কালেক্টারি ভবন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ফোন নম্বর-০৩৪৭২২৫২১৪
Memo. No. 177/DICO/N/Advt.26
Date: 13/11/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NOTICE INVITING e-TENDER

TENDER ID: 2026_WBP_5085690_1 DATED-12/11/2026 TENDER **REFERENCE NUMBER:**CPCPC/NIT08/2026-27 **WORK TITLE:** SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF GYMNASIUM EQUIPMENT /ARTICLES FOR 10 POLICE STATIONS UNDER THE COMMISSIONER OF POLICE, CHANDANNAGAR POLICE COMMISSIONERATE BID CLOSING DATE: **30/11/2026** FOR MORE DETAILS LOG ON TO: **https://tenders.wb.gov.in/**

COMMISSIONER OF POLICE CHANDANNAGAR POLICE COMMISSIONERATE

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
২৭ সি রাজা এস.সি. মল্লিক রোড, পোঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, থানা যাদবপুর, কলকাতা, পিনকোড - ৭০০০৩২

সোনার অলঙ্কার নিলামের জন্য পাবলিক নোটিশ আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

নীচে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা অনুযায়ী, ব্যাঙ্কের কাছে ঋণগ্রহীতা(দের) বকেয়া পাওনা আদায়ের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কের অনুকূলে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারের প্রকাশ্য নিলামের জন্য অফার আহ্বান করা হচ্ছে।
নিলামটি **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডে** ব্যাঙ্কের প্রেমিসেস-এ **২৩.১১.২০২৬ তারিখে দুপুর ১২.০০ টা** থেকে পরিচালিত হবে।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারের বিবরণ	মোট ওজন (গ্রামে)	ইএমডি (টাকায়)	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)
১	১৬৭৭৬৭১১০০০০৩৭৪২	শ্রী সুরজিৎ দত্ত ৮৭ ডায়মন্ড হারবার রোড, ওয়াইগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০৬৫	বালা ১ পিস	২১.৬৯	২১,৫৮০.০০	২,১৫,৮০০/-

নিলামটি ব্যাঙ্কের দ্বারা নির্ধারিত বিক্রয়ের শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে, যার একটি অনুলিপি **১২.১১.২০২৬** থেকে **২৩.১১.২০২৬** তারিখ পর্যন্ত আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের যাদবপুর ব্রাঞ্চের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত হবে এবং আগ্রহী পক্ষগুলি তা দেখতে পারেন। নিলামে অংশগ্রহণকারী একজন বিডারের বিক্রয়ের উপরোক্ত শর্তাবলী সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে বলে গণ্য করা হবে। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হল **২৩.১১.২০২৬ দুপুর ১২.০০ টা।**

স্থান : কলকাতা, তারিখ : ১২.১১.২০২৬ স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

মানাকসিয়া লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর: L74950WB1984PLC038336
নিবন্ধিত কার্যালয় : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ২য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০১
ইমেল: investor.relations@manaksia.com, ওয়েবসাইট: www.manaksia.com
ফোন: ০৩৩-২২৩১ ০০৫৫

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারসংক্ষেপ

(₹ লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৬	সমাপ্ত ষাণ্মাসিক ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৬	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৫
পরিচালন কার্যক্রম থেকে আয়	১৮,৮০৯.৬৬	৪১,০৮৫.৪৯	১৮,৯৯৯.৩৬
মোট আয়	১৯,৪৫০.৪৮	৪৩,৯৮৭.৫৯	২০,০৫০.৬৯
সুদ, কর, অবচয় এবং অ্যামোর্টাইজেশন পূর্ববর্তী মুনাফা/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	১,৮৬৯.৪৮	৫,৭৬১.২০	১,৭৫১.৭২
কর পূর্ববর্তী নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/অথবা অসাধারণ দফা পূর্ববর্তী)	১,৬১৮.৪৩	৫,৩০১.৩৮	১,৫৪৪.১৩
ব্যতিক্রমী দফাসমূহ	-	-	-
কর পূর্ববর্তী নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (পিবিটি) (কর পূর্ববর্তী, ব্যতিক্রমী দফা এবং/অথবা অসাধারণ দফা পরবর্তী)	১,৬১৮.৪৩	৫,৩০১.৩৮	১,৫৪৪.১৩
কর ব্যয়	৫০০.৩৮	১,৫১৫.৫৫	৪৯৪.৮২
কর পরবর্তী নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (পিএটি) (ব্যতিক্রমী দফা এবং/অথবা অসাধারণ দফা পরবর্তী)	১,১১৮.০৫	৩,৭৮৫.৮৩	১,০৪৯.৩১
মোট সামগ্রিক আয় [কর পরবর্তী মুনাফা / (ক্ষতি) এবং কর পরবর্তী অন্যান্য সামগ্রিক আয় অন্তর্ভুক্ত]	৪,৪৯৯.৭৪	৭,৬৩৫.৬৭	৪,০৯৮.৫৩
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,৩১০.৬৮	১,৩১০.৬৮	১,৩১০.৬৮
সংশ্লিষ্ট অর্থবর্ষের শেষে নিরীক্ষিত স্থিতিপত্রে প্রদর্শিত অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-
শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ₹ ২/- মূল্যের) (বার্ষিকীকৃত নয়):			
(ক) মৌলিক (₹)	১.৬৮	৫.৫৮	১.৬৮
(খ) মিশ্রিত (₹)	১.৬৮	৫.৫৮	১.৬৮

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মূল পরিসংখ্যান: (₹ লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৬	সমাপ্ত ষাণ্মাসিক ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৬	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৫
পরিচালন কার্যক্রম থেকে আয়	৫,৩৯৫.৪৬	৯,২৭৬.৭০	৩,৭৫৪.৬৮
মোট আয়	৫,৩২৬.৯৮	৯,৯৫১.৩২	৪,০৭১.১১
সুদ, কর, অবচয় এবং অ্যামোর্টাইজেশন পূর্ববর্তী মুনাফা/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	১২০.৮৪	৮৫৯.০৪	৩৭১.০৯
কর পূর্ববর্তী নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (পিবিটি)	৯২.৯৩	৭৯৯.০০	৩৪১.৬৪
কর পরবর্তী নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (পিএটি)	৮১.৯৮	৬২৫.২৬	২৮৪.৩১

দ্রষ্টব্য :
(ক) ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের জন্য কোম্পানির আর্থিক ফলাফলগুলি ১৩ই নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কোম্পানির নিরীক্ষা কমিটি (অডিট কমিটি) কর্তৃক পর্যালোচিত ও সুপারিশকৃত হয়েছে এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ (স্ট্যাচুটরি অডিটরস) এই ফলাফলগুলির সীমিত পর্যালোচনা (লিমিটেড রিভিউ) সম্পন্ন করেছেন এবং এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুসারে ফলাফলগুলি প্রকাশিত হচ্ছে।
(খ) কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলগুলির মধ্যে মানাকসিয়া লিমিটেড, এর সহায়ক সংস্থা (সাবসিডিয়ারি) এবং ধাপ-নিম্নস্থ সহায়ক সংস্থাসমূহ (স্টেপ-ডাউন সাবসিডিয়ারিস), মানাকসিয়া ফেরো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, মানাকসিয়া ওভারসিজ লিমিটেড, এমআইএনএল লিমিটেড, মার্ক স্টিলস লিমিটেড, ডায়নাটেক ইন্ডাস্ট্রিজ ঘানা লিমিটেড এবং জেব্বা পেপার মিলস লিমিটেড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
(গ) কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ২৬শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায়, কোম্পানির দেশীয় সত্তাসমূহের মাধ্যমে পরিচালিত ধাতব পণ্য ব্যবসা উদ্যোগের (ডিমার্জার স্কিমে সংজ্ঞায়িত অনুযায়ী) সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা মানাকসিয়া ফেরো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে বিভাজনের (ডিমার্জার) জন্য কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ২৩০ থেকে ২৩২-এর অধীনে একটি বন্দোবস্ত প্রকল্প ("ডিমার্জার স্কিম") অনুমোদন করেছে।
প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বিএসই লিমিটেড, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (এসইবিআই) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল (এনসিএলটি)-এর নিকট দাখিল করা হয়েছে।
প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে, প্রস্তাবিত বিভাজনের কোনো প্রভাব প্রযোজ্য নয় এবং সেই অনুযায়ী আর্থিক ফলাফলে তা প্রদর্শিত হয়নি।
(ঘ) কোম্পানির উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) (সংশোধনী) বিধিমালা, ২০১৬ দ্বারা সংশোধিত কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) বিধিমালা, ২০১৫-এর অধীনে বিজ্ঞাপিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (ইন্ড এএস) অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।
(ঙ) তুলনামূলক পরিসংখ্যানগুলি যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্বিন্যাস / পুনর্গঠন করা হয়েছে।
(চ) উপরোক্ত বিবরণীটি এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে দাখিলকৃত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারসংক্ষেপ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksia.com-এ উপলব্ধ রয়েছে। নিচে প্রদত্ত কিউআর কোডটি স্ক্যান করেও এই ফলাফলগুলি দেখা যাবে:

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং তরফে
মানাকসিয়া লিমিটেড
স্বা/-
সুরেশ কুমার আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
ডিআইএন - 00520769

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৩ই নভেম্বর, ২০২৬

hindware
home innovation limited

Scan the QR code to access the financial results

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবার্ষিকের জন্য অনিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড এবং স্ট্যান্ডালোন আর্থিক ফলাফল

অডিট কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, হিন্দওয়্যার হোম ইনোভেশন লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ শুক্রবার, ১৩ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায়, অন্যান্য বিষয়ের সাথে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবার্ষিকের জন্য কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (কনসোলিডেটেড এবং স্ট্যান্ডালোন) বিবেচনা করেছে এবং অনুমোদন করেছে ("আর্থিক ফলাফল")।

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (সংশোধিত অনুসারে)-এর রেগুলেশন ৩৩ এবং ৪৭ মেনে, উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি এখন কুইক রেসপন্স কোড ("কিউআর কোড")-এর মাধ্যমে উপলব্ধ করা হচ্ছে এবং এগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.hindwarehomes.com**-এ এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর যথাক্রমে **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com** ওয়েবসাইটেও প্রকাশিত হয়েছে।

সন্দীপ সোমানি
চেয়ারম্যান এবং নন-এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর
ডিআইএন : ০০০৫৩৫৯৭

স্থান : গুরুগ্রাম
তারিখ : ১৩ নভেম্বর ২০২৬

হিন্দওয়্যার হোম ইনোভেশন লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০ ০০১ | টেলিফোন : ০৩৩-২২৪৮৭৪০৭/৫৬৬৮
ওয়েবসাইট : www.hindwarehomes.com | www.hindware.com | ইমেইল : investors@hindwarehomes.com | CIN : L74999WB2017PLC222970

REGAAL RESOURCES

রিগাল রিসোর্সেস লিমিটেড
সিআইএন : L15100WB2012PLC171600
নিবন্ধিত কার্যালয়: ৬ষ্ঠ ফ্লোর, ডি২/২, ব্লক - ইপি ও জিপি, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন: ০৩৩ ৩৫২২২৪২২ ইমেল: info@regaal.in ওয়েবসাইট: www.regaalresources.com

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী
(শেয়ার প্রতি আয় ব্যতীত মিলিয়ন টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত ষাণ্মাসিক		সমাপ্ত বর্ষ
		৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৬	৩০শে জুন ২০২৬	৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৫	৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৬	৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৫	৩১শে মার্চ, ২০২৬
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	পরিচালন কার্যক্রম থেকে আয়	৩,১৬৫.৬২	২,০২১.৪৯	৩,২০০.২৩	৫,১৮৭.১১	৫,৬৬৫.৯২	১১,৩৪১.৭০
২	অন্যান্য আয়	৩.২৫	৪.২৩	২.৫৪	৭.৪৮	৫.১১	১১.৯৫
৩	মোট আয় (১+২)	৩,১৬৮.৮৭	২,০২৫.৭২	৩,২০২.৭৭	৫,১৯৪.৫৯	৫,৬৭১.০৩	১১,৩৫৩.৬৫
৪	ব্যয়সমূহ:						
(ক)	ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয়	১,৮০০.০১	১,২৭৬.৫৫	১,২৮৮.৬২	৩,০৭৬.৫৬	২,৬২৮.৯০	৫,০৫৮.৩৮
(খ)	বাণিজ্যিক পণ্য ক্রয় (পারচেজেস অফ স্টক-ইন-ট্রেড)	-	৬৫.৫২	১,০৭৫.৭৮	৬৫.৫২	১,৪৯৯.২৯	৩,০৬০.৮৩
(গ)	উৎপাদিত পণ্য, বাণিজ্যিক পণ্য এবং নির্মাণাধীন/প্রক্রিয়াধীন পণ্যের মজুতের পরিবর্তন	৭৫.৩৮	(১২৫.৮৮)	৫০.৪৪	(৫০.৫০)	১৩৪.২৯	২৬৪.৮৪
(ঘ)	কর্মচারী সুবিধা ব্যয়	১০৫.৬৯	৮০.১৩	৭৩.৬৭	১৮৫.৮২	১৪৭.০৫	২৯০.২৪
(ঙ)	আর্থিক ব্যয়	১৪৪.৪১	৭৯.০৯	৮৯.৮৯	২২৩.৫০	১৭৭.০৮	৩০৯.৩৪
(চ)	অবচয় এবং অ্যামোর্টাইজেশন ব্যয়	৮৩.৬৫	৫৬.৩৪	৩৯.৮২	১৩৯.৯৯	৭৯.২৪	১৫৭.৭৮
(ছ)	অন্যান্য ব্যয়	৬৪২.৪৯	৪১৫.৩৪	৩৬১.৩৬	১,০৫৭.৮৩	৬৬১.৩৭	১,৪০১.৭৬
	মোট ব্যয়	২,৮৫১.৬৩	১,৮৪৭.০৯	২,৯৭৯.৫৮	৪,৬৯৮.৭২	৫,৩২৭.২২	১০,৫৪৩.১৭
৫	ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ববর্তী মুনাফা (৩-৪)	৩১৭.২৪	১৭৮.৬৩	২২৩.১৯	৪৯৫.৮৭	৩৪৩.৮১	৮১০.৪৮
৬	ব্যতিক্রমী দফা (দ্রষ্টব্য ৪ দেখুন)	৬.৪৩	-	-	৬.৪৩	-	৬৬.৫৭
৭	কর পূর্ববর্তী মুনাফা / (ক্ষতি) (৫-৬)	৩১০.৮১	১৭৮.৬৩	২২৩.১৯	৪৮৯.৪৪	৩৪৩.৮১	৭৪৩.৯১
৮	কর ব্যয়						
(ক)	চলতি কর	৪৬.৫২	৫.৪৬	৪৬.৫৩	৫১.৯৮	৬৩.০৬	১৪১.৯৬
(খ)	পূর্ববর্তী বছরের আয়কর	০.২৪	-	-	০.২৪	-	-
(গ)	বিলম্বিত কর	৩২.২১	৩৯.৮৯	৯.৫৪	৭২.১০	২২.৯৬	৪৬.৩৫
	মোট কর ব্যয়	৭৮.৯৭	৪৫.৩৫	৫৬.০৭	১২৪.৩২	৮৬.০২	১৮৮.৩১
৯	সংশ্লিষ্ট সময়কাল / বছরের জন্য মুনাফা / (ক্ষতি) (৭-৮)	২৩১.৮৪	১৩৩.২৮	১৬৭.১২	৩৬৫.১২	২৫৭.৭৯	৫৫৫.৬০
১০	অন্যান্য সামগ্রিক আয়						
	যে দফাগুলি লাভ বা ক্ষতিতে পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হবে না						
	নির্দিষ্ট সুবিধা পরিকল্পনার পুনঃপরিমাপ	(০.৯৭)	(০.৮২)	১.৭১	(১.৭৯)	১.৭০	৫.৯১
	উপরোক্ত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত আয়কর	০.২৪	০.২১	(০.৪৩)	০.৪৫	(০.৪৩)	(১.৪৯)
	অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর বাদে)	(০.৭৩)	(০.৬১)	১.২৮	(১.৩৪)	১.২৭	৪.৪২
১১	সংশ্লিষ্ট সময়কালের জন্য মোট সামগ্রিক আয় (৯+১০)	২৩১.১১	১৩২.৬৭	১৬৮.৪০	৩৬৩.৭৮	২৫৯.০৬	৫৬০.০২
১২	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির ফেস ভ্যালু ৫ টাকা)	৫১৪.৯৭	৫১৩.৬২	৫১৩.৬২	৫১৪.৯৭	৫১৩.৬২	৫১৩.৬২
১৩	অন্যান্য ইক্যুইটি						৪,৩৮০.৬৮
১৪	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (টাকায়) - (বার্ষিকীকৃত নয়)						
	(ক) মৌলিক	২.২৫	১.৩০	১.৮৬	৩.৫৫	২.৯৬	৫.৮৬
	(খ) মিশ্রিত	২.২৪	১.২৯	১.৮৪	৩.৫৩	২.৯৩	৫.৮১

১. উপরোক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('উক্ত আইন')-এর ধারা ১৩৩-এর অধীনে নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ৩৪, অন্তর্ব



একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...



সমাজকর্মী শোভনা দাস — আন্তরিকতার দীপ্ত শিখা

ডা সতীনাথ ভট্টাচার্য

বছরদুয়েক আগের এক বিকেল। একটি জরুরি কাজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন এক বিশিষ্ট কৃষ্ণনাগরিক। এমন সময় বেজে উঠলো তাঁর মুঠোফোন। ফোন তুলতেই জানতে পারলেন তাঁর এক মাতৃস্থানীয়া হঠাৎ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সব কাজ ফেলে পড়িমরি করে দৌড়ে আসলেন তিনি। হসপিটালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করালেন সেই অশীতিপর বৃদ্ধাকে। যাবতীয় তদারকি করলেন। কিন্তু, শেষরক্ষা হলো না। খারাপ খবরটা শোনার পর অন্তিম শ্রদ্ধা জানাতে ভেজা চোখে ছুটে এসেছিলেন তিনি। আজও তাঁর মুখে শোনা যায় চরম আফশোস - 'মাসীমা আমাকে নিজের মেয়ে মনে করতেন। কিন্তু, মেয়ে হয়ে কি করলাম? তাঁকে ফিরিয়ে আনতে পারলাম না।' এই কৃষ্ণনাগরিক হলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী শ্রীমতী শোভনা দাস - অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'আমরা আন্তরিক' - এর মূল কাণ্ডারী।

কাজী নজরুল ইসলাম ১৯২৬ সালের ৩ জানুয়ারি কৃষ্ণনগরে পদার্পণ করেন। গত ৩ জানুয়ারি তাঁর কৃষ্ণনগর আগমনের শতবর্ষপূর্তি হয়ে গেলো। তিনি প্রায় আড়াই বছর (১৯২৬ - ১৯২৮) কৃষ্ণনগরে 'গ্রেস কটেজ' নামক বাগানবাড়িতে বসবাস করেছিলেন। গত ২ আগস্ট, ২০২৬ হেরিটেজ ভবন 'গ্রেস কটেজ' -এর দেওয়ালে দেওয়ালে যেন অনুরণিত হলো কাজীকবির গানের সুর - 'ক্ষীণ আঁখি-দীপ জ্বালি, বাতায়নে জাগি একা, / অসীম অন্ধকারে খুঁজি তব পথ রেখা ; / সহসা দখিনা বায়ে চাঁপা বনে জাগে সাড়া। / সে কি তুমি? সে কি তুমি?' এদিন এই ভবনে ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন নয়, পুরোপুরি দৃষ্টিহীন কুড়িজন ব্যক্তির দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল কৃষ্ণনগরের একটি অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন - 'আমরা আন্তরিক'। এই সংগঠন আন্তরিকতার সাথে বিগত কয়েক বছর ধরে দৃষ্টিহীন মানুষদের নিয়ে বাৎসরিক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এদিন উদযাপিত হলো এবছরের অনুষ্ঠান। সেখানে এই দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইলেন গান, কেউ করলেন আবৃত্তি, আবার কেউ রাখলেন জোরালো বক্তব্য। তাঁরা মদনপুর, কল্যাণী, মাজদিয়া, বঙ্কিমনগর, হেলেঞ্চা প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যাহ্নভোজনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাঁদের পাতে দেওয়া হয়েছে ভাত, ডাল, বেগুনি, মুরগির মাংস, চাটনি আর মিষ্টি। অন্যান্য বছরের মতোই এবারেও মধ্যাহ্নভোজনের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছেন এই সংগঠনের সক্রিয় সদস্য হুগলির কোন্নগরনিবাসী তন্ময় দেবনাথ। এরপর বিশেষভাবে সক্ষম এইসকল মানুষদের হাতে তুলে দেওয়া হয় কিছু শুকনো খাবার - মুড়ি, চিঁড়ে, বিস্কুট, ছাতু ইত্যাদি। গত বছর দৃষ্টিহীন এইসব ব্যক্তিদের জন্য এই সংগঠনের জনৈক সদস্য তাঁর সদ্য পরলোকগতা মাতৃদেবীর স্মৃতিতে মায়ের পছন্দসই কিছু শুকনো খাবারের বন্দোবস্ত করেছিলেন। যেমন - মুড়ি, চানাচুর, চিঁড়ে ভাজা, শোনপাপড়ি, বিস্কুট, ছাতু ও আম। মধ্যাহ্নভোজনের পর এই শুকনো খাবারের ব্যাগ তুলে দেওয়া হয়েছিল প্রত্যেকের হাতে। অন্যান্য বছরের মতোই এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সংগঠনের প্রত্যেক সদস্যই এইসকল দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের তৈরি ধূপকাঠি ও বাদামের খাঁজা কিনেছেন। ফলে, আর্থিক দিক থেকেও দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের খানিকটা সুবিধা হয়েছে। এবছর 'আমরা আন্তরিক' -এর দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের নিয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি এই বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের উদ্দেশে সদর্থক বার্তা দিয়েছেন।

অন্ধজনে আলো দেওয়া বাস্তবে সম্ভবপর নয়। কিন্তু, আমরা একটু চেষ্টা করলেই দৃষ্টিহীনদের অন্তরের আলো জ্বালাতে পারি। এই কাজটিই করে দেখাচ্ছেন 'আমরা আন্তরিক' - এর কর্ণধার, বিশিষ্ট কৃষ্ণনাগরিক শ্রীমতী শোভনা দাস। অসীম অন্ধকারে দৃষ্টিহীনরা তাঁর পথরেখা খুঁজে পেয়েছেন। শোভনা আর্ত, দুস্থ, অসহায়, অনাথদের সেবায় আত্মনিয়োগ করে তাঁদের কাছে হয়ে উঠেছেন 'লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প'। তাঁর এই কাজে সবসময় পাশে থাকেন তাঁর জীবনসঙ্গী বিপ্লবকুমার দাস আর বিপ্লবের বড়দাদা নামজাদা কণ্ঠশিল্পী দীপঙ্কর দাস। শোভনার দুই পুত্র ভাস্বর ও বিশ্রুত মায়ের ছায়াসঙ্গী। তাছাড়া, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও অকুণ্ঠ সহযোগিতা তিনি সবসময় পান। এই সংগঠনের সক্রিয় সদস্য টুটুল সেখ, শম্পা খাতুন, অর্ক চৌধুরী, তাপস হালদার প্রমুখ শোভনার হাত শক্ত করেছেন।

কৃষ্ণনগর লাগোয়া মহিষন্যাংড়া দুর্লভপাড়া গ্রামের কচিকাঁচাদের মাতৃস্নেহে বুকে আঁকড়ে ধরেছেন শোভনা। এই গ্রামে তিনি একটি 'আন্তরিক পাঠদান কেন্দ্র' খুলেছেন। সেখানে পড়াশোনার পাশাপাশি শেখানো হয় নাচ, গান, আঁকা। এই পাঠদান কেন্দ্রে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এখানকার কচিকাঁচাদের বিনা পারিশ্রমিকে নাচ শেখান প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী শ্যামশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় আর গান শেখান নামকরা সঙ্গীতশিল্পী শঙ্খশুভ্র সরকার। শুভাকাঙ্ক্ষীদের আর্থিক সাহায্যে মাঝেমধ্যেই এই পাঠদান কেন্দ্রের পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বিভিন্ন শিক্ষাসামগ্রী ও বিকেলের টিফিন। দুপুরে পাত পেড়ে খাওয়ানোরও বন্দোবস্ত থাকে প্রায়শই। কয়েকবছর আগে পড়ুয়াদের হাতে কিছু পুষ্টিকর খাবার তুলে দিতে শোভনার হাত ধরে এখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন এক অশীতিপর বৃদ্ধা - স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বর্গীয়া রত্না ভট্টাচার্য। প্রতিবছর দুর্গাপুজোর আগে নতুন জামাকাপড় আর শীতকালে শীতবস্ত্র হাতে নিয়ে সঙ্গীসাথীদের সাথে প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছে যান শোভনা। গরিবগুরবো মানুষগুলোর হাসিমুখ তাঁর মুখের হাসিকে চওড়া করে তোলে। বিজয়া দশমীতে এইসব মানুষদের মিষ্টিমুখ করাতেও ভোলেন না তিনি। পরিচিত হোক বা অপরিচিত, কেউ বিপদে পড়েছে শুনলেই ঝাঁপিয়ে পড়েন পরোপকারী শোভনা।

'আমরা আন্তরিক' মারণ ব্যাধি থ্যালাসেমিয়া বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ছাত্রছাত্রীদের থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষার জন্য সঙ্গীসাথীদের নিয়ে শোভনা মাঝেমধ্যেই ছুটে যান বিভিন্ন বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে। নানান মেলা ও জমায়েতে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে প্রচার করতে দেখা যায় 'আমরা আন্তরিক' - এর সদস্যদের। ৮ মে বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসে হয় পদযাত্রা ও পথসভা। শোভনার অঙ্গুলিহেলনে 'আমরা আন্তরিক' প্রায়ই আয়োজন করে রক্তদান শিবিরের। প্রতিবছর ১৪ জুন বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে বড় করে পালিত হয় রক্তার্পণ উৎসব। প্রত্যেক বছর মহাসমারোহে দ্বিজেন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন করে এই সংগঠন। এই উপলক্ষে হয় প্রভাতফেরি। ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে আর ১ জুলাই চিকিৎসক দিবসে যথাক্রমে বিশিষ্ট শিক্ষক ও চিকিৎসকদের সম্মানিত করে 'আমরা আন্তরিক'। কৃষ্ণনগরে নজরুল স্মৃতিবিজরিত গ্রেস কটেজেও নিয়মিত যাতায়াত আছে সাহিত্য-সংস্কৃতিপ্রেমী শোভনার।

পরিবেশ ও নদী রক্ষার কাজেও শোভনা দাস সবসময় এগিয়ে আসেন। নদীয়ার জীবনরেখা মুমূর্ষু জলঙ্গী নদীকে বাঁচানোর আন্দোলনে প্রথম সারির সৈনিক তিনি। 'আমরা আন্তরিক' আয়োজিত যেকোনও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের এবং রক্তার্পণ উৎসবে রক্তদাতাদের বৃক্ষশিশু উপহার দেওয়া হয়। মাঝেমধ্যে বনসৃজনেও মেতে ওঠে এই সংগঠন। ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বৃক্ষরোপণ করে সংগঠনের সদস্যরা। দু'তিন বছর আগে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে এক বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন শোভনা। সেদিন সকালে তিনি কৃষ্ণনগর পৌরসভার সাফাইকর্মীদের সম্মাননা জানানোর সিদ্ধান্ত নেন। এই সাফাইকর্মীরাই শহরকে পরিষ্কার রেখে পরিবেশকে নির্মল রাখার চেষ্টা করেন। তাই, এই সম্মাননার আয়োজন করে 'আমরা আন্তরিক'। নজরুলের পদধূলি মিশে থাকা কৃষ্ণনগরের আনাচেকানাচে সেদিন যেন অনুরণিত হলো কবির 'মানুষ' কবিতাটি - 'ও কে? চণ্ডাল ? চমকাও কেন ? নহে ও ঘৃণ্য জীব ! / ওই হতে পারে হরিশচন্দ্র, ওই শ্মশানের শিব। / আজ চণ্ডাল, কাল হতে পারে মহাযোগী সম্রাট, / তুমি কাল তারে অর্ঘ্য দানিবে, করিবে নান্দীপাঠ।' এইসব সাফাইকর্মীদের অস্পৃশ্য, অচ্ছুৎ মনে করে অনেকেই দূরে ঠেলে দেন। এঁদের সাথে সামান্য বাক্যালাপ করতেও মনে হাজার দ্বিধা। কিন্তু, 'আমরা আন্তরিক' এঁদের সম্মানিত করে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, দ্বিজেন্দ্রলালের পদধূলিধন্য কৃষ্ণনগরের বুকে এক ইতিহাস রচনা করেছে। কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫ বছর পূর্তির প্রাক্কালে মানবপূজারিণী শোভনা যেন সেদিন অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন 'কুলিমজুর' কবিতায় লেখা কবির কথা -'তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি, / তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি ; / তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরই গান, / তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান !'

এইভাবেই বিভিন্ন কর্মযজ্ঞে সামিল শোভনা মানুষের জন্য মানুষের সাথে এগিয়ে চলেছেন সামনের দিকে। 'স্বপন-সাথে জড়িয়ে জাগা' শোভনা দাস আরও অনেক দূর যেতে চান। তিনি শুধু জানেন - 'ধূসর-ধূলির পথ, ভেঙে পড়ে আছে রথ, বহু দূর দূর যেতে হবে।'

জন্মশতবর্ষে ওড়িশার বহ্নিকন্যা পার্বতী দেবী

ড. বিমলকুমার শীট

বয়স কোন কাজের মানদণ্ড হতে পারে না । যে ব্যক্তি ষাট বছরে কিছু করে দেখাতে পারেনা তা অন্য কেউ দশ-বার বছরে করে দেখাতে পারে । এগারো বছর বয়সী এক মেয়ে তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল খেলতে নয়, বরং পরবর্তী প্রতিবাদের পরিকল্পনা করা মুক্তি যোদ্ধাদের একটি দলের সাথে যোগ দিতে । অন্যান্য শিশুরা যখন বাড়ির কাজ নিয়ে চিন্তিত ছিল, তখন পার্বতী গিরি (১৯২৬-১৯৯৫) তার দ্বিগুন বয়সী প্রাপ্ত বয়স্কদের সাথে দেশের মুক্তি সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল । কেবল বিদেশী পণ্য বর্জন এবং ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম, গান্ধী আদর্শ প্রচার নয় পার্বতী গিরি সমাজে অবহেলিত, দারিদ্র্য পীড়িত, শোষিত মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে ছিলেন । বিশেষ করে পশ্চিম ওড়িশায় উন্নয়নে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য । সেখানে তিনি 'মাদার তেরেসা' নামে পরিচিত । কিন্তু আজও তিনি অনালোকিত । জন্মশতবর্ষে তার প্রতি রইল আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী ।

দেশের মুক্তি সংগ্রামে ওড়িশার স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল । মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তাঁদের যৌবনকালে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পথ অনুসরণ করে ছিলেন । স্বাধীনতার পরেও সামাজিক কর্মে তাঁদের ভূমিকাও ছিল বেশ প্রশংসনীয় । দুসাহসী মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামী সম্পর্কে গান্ধীজি একদা বলেছিলেন 'Man can never be womanós equal in the spirit of selfless service with which nature has endowed her.' মহাত্মা গান্ধী ও গোপবন্ধু দাসের ডাকে সমগ্র ওড়িশায় স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সেন্ট্রাল ওড়িশা ও উপকূলবর্তী ওড়িশায় সংগ্রাম শুরু করে ছিল । বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে সরলা দেবী, রমা দেবী, মালতী দেবী চৌধুরী, জাহ্নবী দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, গোদাবরী দেবী এবং পার্বতী দেবী প্রমুখ মহিলা নেতৃবৃন্দ মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার, বাল্য বিবাহ, অস্পৃশ্যতা, পর্দাপ্রথা, বিধবা বিবাহ, স্বাধীনতা, জাতীয় ঐক্য প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন করে তুলে ছিল ।

এহেন ওড়িশা পার্বতী গিরির মতো মহিলার জন্ম দিয়ে ছিল । ১৯২৬ সালে ১৯ জানুয়ারি অবিভক্ত সম্বলপুর জেলার বর্তমান বরগড় জেলায় বিজেপুরের কাছে সামলাইপাদার গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন । পিতা ধনঞ্জয় গিরি ও মা শ্রীমতির চার সন্তানের মধ্যে পার্বতী ছিলেন প্রথম সন্তান । তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার পর পার্বতী দেবী পড়া ছেড়ে দেন । কারণ এই সময় স্বাধীনতা সংগ্রামী রাম পুরী, ভাগীরথী পট্টনায়ক এবং তার স্ত্রী জাম্ববতী পট্টনায়ক সামলাইপাদার গ্রামে আসেন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রসারের জন্য । তারপর নবকৃষ্ণ চৌধুরী, মালতী দেবী, ঘনশ্যাম পানিগ্রাহী, লক্ষীনারায়ণ মিশ্র প্রমুখও সামলাপাদার ও পাণিমোড়াতে আসেন এবং ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রচার চালান । পার্বতী দেবী এই সমস্ত ঘটনা মন দিয়ে উপলব্ধি করতে লাগলেন । তাঁর কাকা রামচন্দ্র গিরিও লক্ষীনারায়ণ মিশ্র, দুর্গাপ্রসাদ গুরু, ভগিরথী পট্টনায়ক প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আলোচনা করতে লাগলেন বিপ্লবের উদ্দেশ্য এবং জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকলাপ নিয়ে । এদের আলোচনা পার্বতী দেবীর মধ্যে গভীর দেশপ্রেমের সঞ্চার করে । তিনি মনস্থির করে ফেললেন গৃহত্যাগ করবেন এবং সেই মত গ্রাম গ্রামে কংগ্রেসের হয়ে প্রচার ও চাঁদা সংগ্রহ শুরু করলেন । বর্ষিয়ান কংগ্রেস নেতারা পার্বতী দেবীর পিতাকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন তাঁর কন্যাকে নিঃস্বার্থ দেশ সেবার কাজে যুক্ত হওয়ার অনুমতি দেন । পিতা তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

পার্বতী গিরি এবং বরগড়ের বাল্যবিধবা প্রভাবতী দেবী দুজন গান্ধী ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে খাদি পরিধান করেন । পার্বতী পিতার অনুমতি পেয়ে কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজে যুক্ত হন । তারপর বাড়ির বাধা উপেক্ষা করে জয়পুরে বারি আশ্রমে ১৯৩৮ সালে যোগ দেন । তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন ছিল না । কষ্ট ছিল নিত্যসঙ্গী, কিন্তু তাঁদের মনোবল ছিল ইস্পাত কঠিন । গোপবন্ধু চৌধুরী ও রমা দেবীর সঙ্গে তারা দুজন সাক্ষাৎ করে আশ্রম জীবন শুরু করেন। আশ্রমে তাঁদের কাজ ছিল সূতা কাটা ও তাঁত বোনা । হরিজন পল্লীতেও তারা কাজ করেন। তাঁদের জামা কাপড় পরিষ্কার করে দেন । বিভিন্ন আশ্রম ভ্রবন করে তিনি ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প এবং অহিংসা ও আত্মনির্ভরতার গান্ধীবাদী দর্শনসহ অন্যান্য মূল্যবান শিক্ষা লাভ করেন । পার্বতী দেবী বরগড়, গেনস, পানিমোড়া, বারপলি, সারানডাপালি, পদমপুর এবং সম্বলপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামে পরিভ্রমণ করে মানুষকে খাদি পরিধান ও চরকা কাটার পরামর্শ দেন । উদ্দেশ্য গ্রামের মানুষকে স্বনির্ভশীল করে তোলা এবং রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন করে তোলা ।

এল ১৯৪২ সাল । গান্ধীজি ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিলেন । ওড়িশাতেও এই আন্দোলনের প্রভাব পড়ে । প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয় । পার্বতী গিরি সক্রিয়ভাবে ভারত ছাড় আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়লে তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয় । কিন্তু তাঁর বয়স কম হওয়ায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় । কিন্তু তাঁর আত্মীয় রামচন্দ্র পুরী, উজ্জ্বল পুরী, তুলসী পুরী, মঙ্গলা পুরী, দ্বৈতা গিরিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে । পার্বতী দেবী পুনরায় বড়গড় এস ডি ও অফিস আক্রমণ করলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে । বিচারে তাঁর দু-বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয় । সম্বলপুর জেলে তার দু-বছর কাটে। মুক্তির পরও পার্বতী দেবীর দেশমাতৃকার মুক্তির বাসনা অটুট থাকে ।

স্বাধীনতা লাভের পরও পার্বতী দেবীর দেশ সেবার কাজের ধারা অব্যাহত থাকে । ১৯৫০ সালে এলাহাবাদে প্রয়াগ মহিলা বিদ্যাপীঠে তার স্কুল জীবন শেষ করেন । এখানে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদের দুই নাতনি । জনসেবাকে তিনি অন্যতম পথ হিসাবে বেছে নেন । তিনি রমা দেবীর ত্রান কাজে সামিল হন । ১৯৫১ সালে ওড়িশাতে বিশেষ করে পদমপুর পাইকমাল, খারিআর এবং নুয়াপাড়াতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সেখানকার অসহায় অনাহারক্লিষ্ট মানুষের জন্য পার্বতী



গিরির হৃদয় কেঁদে ওঠে । তিনি তাঁদের ত্রানের জন্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে ত্রান সংগ্রহে ছুটে বেড়ান এবং সংগৃহীত ত্রান দুঃস্থদের জন্য বিলি করেন । সমাজে ভীতিপ্রদ কুষ্ঠরোগীদের সেবা কার্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেন । ১৯৫৫ সালে তিনি সম্বলপুর জেলার মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার উন্নয়নের জন্য একটি আমেরিকান প্রকল্পে যোগদেন । বিনোভাবের ভূদান ও সর্বোদয় আন্দোলনও পার্বতী দেবীকে প্রভাবিত করে । বিনোবাজি যখন ওড়িশায় পদযাত্রা ও সভা করেন তাতে পার্বতী দেবী সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেন । হিন্দু উত্তরাধিকারী আইনকে তিনি সমর্থন জানিয়ে ছিলেন । হরেকৃষ্ণ মহতাব পার্বতী দেবীকে বিধানসভার বিধায়ক পদ এবং বিজু পট্টনায়ক তাঁর সমাজ সেবাকে স্বীকৃতি জানিয়ে রাজ্যসভার সংসদ পদ অলংকৃত করার জন্য আহ্বান জানালে পার্বতী গিরি তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন । ১৯৭৬ সালে নৃসিংহনাথে তিনি নারী ও অনাথদের জন্য কস্তুরবা গান্ধী মাতৃনিকেতন নামে একটি আশ্রম এবং সম্বলপুর জেলার জুজোমার ব্লকের অন্তর্গত ফুলজারনে ডক্টর সান্তরা বাল নিকেতন নামে আর একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন । নিকট এবং দূরের বহু মানুষকে আকৃষ্ট করে এই আশ্রম ।



পার্বতী দেবীর জনজাতির কল্যাণের কাজ সমাজে এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ । ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তিনি ছিলেন অনুপ্রেরণা । তিনি নারী ক্ষমতায়নের প্রতীক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন । সামাজিক বাধা, গোঁড়ামী তাঁর কাজের গতি ধারাকে রুদ্ধ করতে পারে নি । তাঁর সমাজসেবা মূলক কাজকে স্বীকৃত জানিয়ে ভারত সরকারের সোস্যাল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট পুরস্কার প্রদান করেছে । ওড়িশা সরকার তাঁর নামে মেগা লিফট সেচ প্রকল্প চালু করেছে । সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় পার্বতী দেবীকে সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে । পার্বতী দেবী তাঁর কর্মের মাধ্যমে আজও ওড়িশাবাসীর হৃদয়ে বেঁচে রয়েছেন ।



